বিশ্বেশ্বর বিলাপ।

—ঃ০ঃ—

বিবিধ নীতিপূর্ণ

বাঙ্গলা পদ্যে

কাশীর পাপ বর্ণন করিয়া পাপ
হইতে বিরত হইবার
উপদেশ।

শ্রী দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ
প্রণীত।

—ঃ০ঃ—

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে
মুদ্রিত।

১২৮১ সাল।
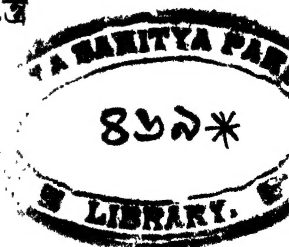
—ঃ০ঃ—

মূল্য ।৹ আট আনা।

অশেষগুণসাগর

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

সোদরসমেষু—

ভ্রাতঃ

আমরা উভয়ে এক সময়ে এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করি। দীর্ঘকাল একত্র অবস্থাননিবন্ধন পরস্পরের প্রণয় ও ঘনিষ্ঠতার অধিকতর বৃদ্ধি হয়। সেই কারণে আমি তোমার বিষয় যেরূপ জানি, বোধ হয় অনেকে সেরূপ জানেন না। সেই বাল্যাবধি আমি তোমার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা অসামান্য দয়া দাক্ষিণ্য মুক্তহস্ততা মহানুভাবতা পরোপকারিতাদি গুণের সবিশেষ পরিচয় পাইয়া আসিতেছি। আমি অন্য সহস্র সহস্র ব্যক্তিতে কেবল যে ঐ সকল গুণের পরিচয় পাইয়াছি এরূপ নয়, স্বয়ংও ঐ সকল গুণের ফলভোগী হইয়াছি। আমার যে কিছু উন্নতি হইয়াছে, তুমিই সে সমুদায়ের মূল। যে সমস্ত অলোকসাধারণ গুণগ্রাম তোমাকে ভূষিত করিয়া আছে, সৎকার্য্যে সদ্গুণে ও বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহ দান তাহার অন্যতর। অপরের বিশেষতঃ মিত্রগণের সৎপ্রবৃত্তি দর্শন করিলে তোমার আনন্দের

পরিসীমা থাকে না। আমি কিয়ৎকাল কাশীতে বাস করিয়া ছিলাম। সেখানে আলস্যে বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া কাশীর পাপ বর্ণন করিয়া বিশ্বেশ্বর বিলাপ নাম দিয়া একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছি। আমার এই সাধুতর চেষ্টা দেখিয়া তোমার হৃদয়ের অপরিসীম পরিতোষ জন্মিবে, এই ভাবিয়া পুস্তক খানি " ঈশ্বরায় সমর্পিতমস্তু " বলিয়া তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। তোমার পবিত্র হস্ত স্পর্শ হইলে ইহার যে কিছু অপবিত্রতা আছে, সমুদায় বিশুদ্ধ হইয়া উঠিবে। তুমি ইহাতে অনাদর ও ঘৃণা প্রদর্শন না কর, আমার এই বাসনা। আমার অপর বাসনা এই, আমি তোমার অনুমতি না লইয়া এই গ্রন্থে তোমার নাম সংযোজিত করিয়া গ্রন্থের মাহাত্ম্য বর্দ্ধনের যে প্রয়াস পাইয়াছি, তাহাতে তুমি বিরক্ত না হও। ইহাতে যে কিছু অপরাধ হইয়াছে, নিজ ঔদার্য্য গুণে তাহার মার্জ্জনা করিবে।

১২৮১ সাল } অভিন্ন হৃদয়স্য
৪ ঠা ভাদ্র } শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ।

বিজ্ঞাপন।

এখন যাবতীয় তীর্থ স্থানেরই বিষম দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। তীর্থস্থানগুলিতে পাপের যে প্রকার বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। কাশী সর্ব্বপ্রধান তীর্থ স্থান, পাপও এখানে সর্ব্বপ্রধান পদ লাভ করিয়াছে। পৃথিবীতে এমন পাপ নাই এখানে যাহার নিত্য অনুষ্ঠান না হয়। সেই পাপ বর্ণন করিয়া তাহা হইতে বিরত হইবার উপদেশ দেওয়াই এ গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বিশ্বেশ্বর কাশীর অধিপতি। তাঁহার মুখে পাপ গুলি বর্ণিত হইলে পাঠকগণের অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইবে বলিয়া গ্রন্থের বিশ্বেশ্বর বিলাপ এই নাম দেওয়া হইল। শিব এক দিন যেন এই স্বপ্ন দেখিলেন, পাপের প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন তাঁহার সোণার কাশী ছারখার হয়। তিনি কাশীকে প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন। যাহাকে আত্যন্তিক ভাল বাসা যায়, তাহার অমঙ্গল সংবাদ শুনিলে হৃদয় অতিশয় ব্যথিত হয়। ব্যক্তি বিশেষের তন্নিবন্ধন মূর্চ্ছাও ঘটিয়া থাকে। শিব কাশীর

অমঙ্গল স্বপ্ন দর্শন করিয়া মূচ্ছিত হইলেন। মুর্চ্ছা হইবার পূর্ব্বক্ষণে যে অবস্থা হয়, সেই স্থান হইতে বর্ণন আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমে কাশীর প্রতি তাঁহার প্রেম, কাশীর বিপদে তাঁহার কষ্ট, কাশীর বিপৎপাত শঙ্কায় তাঁহার মনোবেদনা, কাশীর পূর্ব্বতন ও বর্ত্তমান অবস্থা প্রভৃতি নানা বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

বাঙ্গলা ভাষার কবিতা সরল ও সহজ ভাষায় রচিত না হইলে মনোহারিণী হয় না। পূর্ব্বকার বাঙ্গলাকবিরা এই নিগূঢ় মর্ম্মটী বুঝিতেন। তাঁহারা ঐ রীতিতে রচনা করিয়া কৃতর্থতা লাভও করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নব্য কবিরা এ মর্ম্ম বুঝেন না। তাঁহারা কবিতাগুলিকে ইচ্ছা করিয়া এরূপ কঠিন করিয়া তুলেন যে সহজে তাহাতে দন্তস্ফুট করিবার যো থাকে না। এই কারণে এখনকার কাব্য গ্রন্থ গুলি প্রায়ই সহৃদয় ব্যক্তিদিগের একান্ত অনাদৃত হইয়া থাকে। আমি সেই অনাদর দর্শন করিয়া প্রাচীন কবিদিগের পথের পথিক হইয়াছি।

নীতিবিষয়ক উপদেশ দান এ গ্রন্থের অন্য-

তর মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গ সঙ্গতি ক্রমে প্রায় সর্ব্বপ্রকার নীতিরই বর্ণন করা হইয়াছে। পাঠকগণ বিশ্বেশ্বর বিলাপের এক পঙক্তিও নীতি স্পর্শ শূন্য দেখিতে পাইবেন না। বাঙ্গলা দেশের যে প্রকার শোচনীয় দশা, তাহাতে নীতি শাস্ত্রের যত অধিকতর আন্দোলন হয়, ততই মঙ্গল।

উত্তম অলঙ্কার ধারণ ও উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিলে স্ত্রীলোকের যেরূপ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়, কবিতাবলীও সেইরূপ রস ভাব ও অলঙ্কার দ্বারা অধিকতর মনোজ্ঞ হয়। এই ভাবিয়া বিশ্বেশ্বরবিলাপকে উল্লিখিত গুণ দ্বারা সুশোভিত করিবার চেষ্টার ক্রটি করা হয় নাই।

কোন্ অংশে আমি কত দুর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা আমার নিজের বুঝিবার ক্ষমতা নাই। কারণ, আত্মপ্রেম নিবন্ধন সকলেই আত্ম কৃত গ্রন্থকে নির্দোষ ও উৎকৃষ্ট দেখিয়া থাকেন। তবে আমি এই মাত্র বলিতে পারি বিশ্বেশ্বর বিলাপ পাঠ করিলে পাপ কর্ম্মের প্রতি বিরাগ, বিশুদ্ধ নীতি ও বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষার শিক্ষা,

কবিতা রচনা প্রণালীর জ্ঞান, আত্মার দোষ সংস্কার ও চিত্তের ঔদার্য্যাদি গুণ জন্মিবার সবিশেষ সম্ভাবনা আছে।।

কোন গ্রন্থকে আদর্শ করিয়া বিশ্বেশ্বর বিলাপ বিরচিত হয় নাই। কাশীর পাপ ও অন্য অন্য বিষয় ইহার আদর্শ। ইহার কল্পনা নূতন, প্রাণালীও নূতন। নূতন রচনা রীতিও অবলম্বিত হইয়াছে। মানুষের মন সতত নূতন চায়। অবিচ্ছেদে একবিধ পদ্যে ও এক ভাবে গ্রন্থ রচনা করিলে পাঠ কালে পাঠকের প্রীতির বিচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা। এই ভাবিয়া মধ্যে মধ্যে বিচ্ছেদ, মধ্যে মধ্যে নূতন বিষয় সন্নিবেশ ও মধ্যে মধ্যে ছন্দের পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

সচরাচর যে শব্দে ও যে রীতিতে গদ্য গ্রন্থ লিখিত হয়, পদ্যে তাহার বহু ব্যতিক্রম ঘটে। বাঙ্গলা ভাষার গদ্য ও পদ্য উভয়ের শব্দ বিন্যাসের প্রণালী ও রচনার রীতি স্বতন্ত্র। গদ্যে সচরাচর যে সমস্ত শব্দের প্রয়োগ করা যায়, পদ্যে তাহা প্রযুক্ত হইলে উহার রস বিচ্ছেদ হইয়া উঠে।

পদ্যে যত অসংযুক্তাক্ষর ও চলিত শব্দ প্রয়োগ করা হয়, ততই উহা সুশ্রাব্য ও সুমিষ্ট হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত বাঙ্গালা কবিরা সংযুক্তাক্ষর শব্দ গুলি অসংযুক্তাক্ষর করিয়া প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যথা "ধ্যান" ধেয়ান "দর্শন" দরশন ইত্যাদি। বিশ্বেশ্বর বিলাপে শব্দ সকল অবিকৃত রাখিবার বিপুল চেষ্টা করা হইয়াছে কিন্তু কোন কোন স্থানে ছন্দের অনুরোধে শব্দ বিকারও সম্পাদিত হইয়াছে। তবে কঠোর ও শ্রুতিকটু শব্দের পরিত্যাগে সবিশেষ যত্ন পাওয়া গিয়াছে। শ্রুতিকটু শব্দের ন্যায় অপ্রসিদ্ধ শব্দের প্রয়োগেও বৈমুখ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন স্থলে অগত্যা দুই একটী অপ্রসিদ্ধ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কাব্য গ্রন্থে দেবতাদির বাক্য স্থলে সম্মাননাসূচক ক্রিয়া পদ প্রযুক্ত হয় না। যথা ইন্দ্র কহেন, এস্থলে ইন্দ্র কহে এই রূপ প্রযুক্ত হয়। বিশ্বেশ্বর বিলাপে এ রীতির পরিবর্ত্তন চেষ্টা পাইয়া কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হওয়া যায় নাই। সুতরাং ঐ রীতির অনুসরণ করিতে হইয়াছে।

এস্থলে একটী বিষয় সাধারণের গোচর করা আবশ্যক হইল। কেহ আমার অনুমতি ব্যতিরেকে এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ অথবা ইহার কতক অংশ উদ্ধৃত ও গ্রন্থান্তরে সন্নিবেশিত করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত না করেন। আজি কালি দেখিতে পাওয়া যায় অনেকের এই দুর্মতি জন্মিয়াছে, আপনারা পরিশ্রম করিবেন না, পরের পরিশ্রম লইয়া আপনারা লাভবান হইবেন। এই কারণে আমি পুনরায় কহিতেছি যিনি এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ অথবা ইহার কিয়দংশ লইয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করিবেন, তিনি আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

১২৮১ সাল } শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ।
৪ ঠা ভাদ্র } ২৪ পরগণা চাঙ্গড়িপোতা।
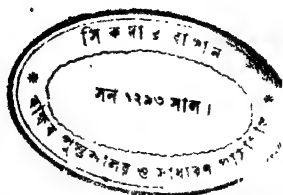
বিশ্বেশ্বর বিলাপ।

শিবের স্বপ্ন দর্শন ও মূর্চ্ছা।

এক দিন কাশীনাথ নিশা অবসানে।
নন্দিরে ডাকিয়ে কাছে কহে কাণে কাণে॥
আজি দেখিয়াছি বাপু বড় দুঃস্বপন।
কেন বল আজি হলো হেন অলক্ষণ॥
ধৃতমুক্ত (১) শাখা সম মম কলেবর।
এখনো কাঁপিছে দেখ করে থর থর॥
উথলিছে শোকসিন্ধু করিছে প্রলয় (২)।
বাড়ব অনল যেন জ্বলিছে হৃদয়॥
বর্ষিছে বরিষাধারা নয়নযুগল।
শুকায়েছে ওষ্ঠতালু পিপাসা কেবল॥

---

(১) ধৃতমুক্ত শব্দে ধরে ছেড়ে দেওয়া। শাখা ধরিয়া ছাড়িয়া দিলে যেমন কাঁপিতে থাকে, তেমনি শরীর কাঁপিতেছে।

(২) "প্রলয়োনষ্টচেষ্টতা" শরীরচালনাদিক্রিয়া বন্ধ হইয়া আসিতেছে। পক্ষান্তরে প্রলয় কল্পান্ত।

কি কব দুঃখের কথা অরে বাছাধন।
নিদাঘপল্বল (১) সম হয়েছে বদন॥
রসবিন্দু (২) নাহি ইথে উড়িতেছে ধূলি।
কড়ি হেন শুষ্ক হয়ে গেছে দন্তগুলি॥
কথা কহিবার কালে কে যেন আসিয়া।
গলা ধরে চেপে ধরে হৃদয়ে বসিয়া॥
তাতান লোহার মত তেতেছে শরীর।
ইহার জ্বালায় বাপু হয়েছি অস্থির॥
কেমন ঘেমেছে দেহ এই দেখ আজ।
বরিষাকালের গিরি হেরে পায় লাজ॥
কহিতে কহিতে কথা এলো আড়াইয়া।
মুর্চ্ছিত হইল দেব ভূতলে পড়িয়া॥
আলু থালু হলো কেশ ভুজগবন্ধন।
কোথা গেল বাঘ ছাল কোথা বা ভূষণ॥
শরীর হইল স্তব্ধ ইন্দ্রিয় অবশ।
নয়ন নিমেষহীন বদন বিরস॥
না পড়ে নিশ্বাসবায়ু না নড়ে হৃদয়।
না কাঁপে অধরপুট দেখে হলো ভয়॥

---

(১) পল্বল ক্ষুদ্র সরোবর।
(২) এক পক্ষে রস শব্দে মুখামৃত। পক্ষা-

হয়ে অচেতন বৃষভকেতন
যে ভাবে শুইয়া আছে।
দেখে দুখ হয় বিদরে হৃদয়
যাইতে তাহার কাছে॥
শরীর শীতল নাহি স্বেদজল
নয়নে নিমেষ নাই।
রয়েছে জীবন নাই সে লক্ষণ
পড়ে দেখ এক ঠাই॥
নাই সে চিকণ উঁজল বরণ
কালী ঢেলে যেন দেছে।
মুখের মাধুরী চোখের চাতুরী
সকলি চলিয়া গেছে॥
কি কব অধরে নাহি শোভা ধরে
রক্ত যেন ফেটে পড়ে।
বিধি অনুরাগে দিয়া পদ্মরাগে
যতনে যাহারে গড়ে॥
সে শোভা তাহার নাহি দেখি আর
কতই গিয়াছে বেঁকে।
গেছে শুকাইয়া নীল রঙ দিয়া
কে যেন দিয়াছে এঁকে॥
গেছে শোভা সব পড়ে যেন শব
নয়ন তুলিয়া ভালে।

উত্তান নয়ন এ নহে নূতন
অভ্যাস যোগের কালে॥
তাঁর শবরূপ আছে অপরূপ
হৃদয়ে দাঁড়ায়ে কালী।
সেই শব সাজ হইয়াছে আজ
হৃদয় হয়েছে কালী॥

নন্দির ভাবনা ও মূর্চ্ছা ভঙ্গের চেষ্টা।

কি হলো কি হলো বলে নন্দী ছুটে গিয়া।
বিশ্বনাথে ভুমি হতে তুলিল ধরিয়া॥
আতিবিতি আনি তাঁর মুখে দিল জল।
কেমনে বাঁচাবে এই ভাবনা কেবল॥
ভবের দেখিয়া ভাব ভব অনুচর।
ভয়েতে হইল বড় কাতর অন্তর॥
প্রভু বলে যার মনে স্নেহ নাহি থাকে।
ইহার মরম বল কে বুঝাবে তাকে॥
অসতী বুঝিবে কি বা পতির প্রণয়।
মূর্খ বিদ্যারসে কভু রসিক না হয়॥
না বুঝিতে পারে বন্ধ্যা প্রসব বেদনা।
ধনী কি বুঝিবে বল দীনের যাতনা॥
প্রভুকে যে ভাল বাসে প্রাণ চেয়ে বাড়া।

ক্ষণ নাহি থাকে তার ইষ্টচিন্তা ছাড়া ॥
ভক্তিদীপ সদা জ্বলে হৃদয় মাঝারে।
নন্দির মনের ব্যথা সে বুঝিতে পারে ॥
আকুল হইয়া নন্দী লইল ব্যজন।
করিতে লাগিল মুহু বায়ু সঞ্চারণ ॥
সহজে গেল না মূর্চ্ছা দেখে হলো ডর।
কি করিবে ভেবে বড় হইল ফাঁফর ॥
আনিল কমল মূল আনিল মৃণালে।
যতনে বাটিয়া তার মাখাইল ভালে ॥
উশীর শিশির বারি মিশায়ে মুস্তকে।
ঘন করে বেটে দিল শিবের মস্তকে ॥
পদ্মপাতা বিছাইয়া রচিল শয়ন।
বিশ্বনাথে শুয়াইল করিয়া যতন ॥
কর্পূরে চন্দনে মাখি করি বিলেপন।
শিবের সকল অঙ্গে করিল লেপন ॥

মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবার তরে অনেক যতন করে
নন্দী অতি কাতরহৃদয়।
বালির বাঁধের প্রায় সমুদায় ভেসে যায়
নাহি হয় ফলের উদয় ॥
এ কথা সকলে জানে অগ্নি নিবে জল দানে
কিন্তু হলে অনল প্রবল।
নাহি নিবে অল্প জলে আগুন দ্বিগুণ জ্বলে

এ মূর্চ্ছা সামান্য নয় শিব যাহে মুগ্ধ হয়
ভেবে দেখ ব্যাপার কেমন।
কতই করিল নন্দী যত ছিল তার ফন্দী
বৃথা হলো বড় ক্ষুব্ধ মন।
কিন্তু সে নাছোড় বান্দা ঘুচাতে মনের ধান্ধা
আরো পন্থা দেখিতে লাগিল।
উৎসাহ করিল বাড়া কিছুতে না হবে ছাড়া
এই তার মনে উপজিল॥
হেন জেদ নাহি হলে না মিলে করম ফলে
না মিলিলে নাহি হয় খেদ।
কাপুরুষে হলে বিঘ্ন হয়ে পড়ে তারি নিঘ্ন
পুরুষের আরো বাড়ে জেদ॥
যত শীত উপচার নন্দী আনে ভারে ভার
স্মরহরে করায় সেবন।
উচিত চিকিৎসা যেথা রোগ কতক্ষণ সেথা
মুর্চ্ছা গেল হইল চেতন॥
যাহার যতন আছে সব নত তার কাছে
তাহার অসাধ্য কিছু নাই।
যতেক অদ্ভুত কাণ্ড বিজ্ঞান শিল্পের ভাণ্ড
যতনেতে করেছে সবাই॥
যতনে সাগরে সেতু যতন রেলের হেতু
মরুভূমে মিলে থাকে জল।

বিশ্বেশ্বর বিলাপ।

যতনে পর্ব্বত পুড়ে   যতনে মানুষ উড়ে
বাঁঝা গাছে ফলে বহু ফল॥
সিন্ধু মাঝে তার চলে   জলেতে আগুন জ্বলে
ভূমিগর্ভে যাতায়াত পথ।
যতন কামনাতরু   যতন যজ্ঞিয় চরু
যাহে ফলে সব মনোরথ॥
যতনে যে বহু মানে   যতন মরম জানে
তাহার অভাব কিছু নাই।
যতনে যে হেলা করে   দেখ গিয়া তার ঘরে
সদা এই শব্দ খাই খাই॥
পরমুখ চেয়ে কারা   চেয়ে চেয়ে হয় সারা
বল দেখি করে কোন জন।
পরগল গ্রহ হয়ে   ঠুঁট হেন বসে রয়ে
পরপিণ্ডে জীবন ধারণ॥
যতনের গুণ শত   বর্ণিব বা আর কত
কি বলিব বল আর বাড়া।
সতত দেখিতে পাই   যাহার যতন নাই
তার চেয়ে নাই লক্ষ্মীছাড়া॥

শিবের মূর্চ্ছাভঙ্গে নন্দির আনন্দ।

অনেক যতনে হরে হইল চেতন।
চাহিয়া দেখিল দেব মেলিয়া নয়ন॥

হেরিয়া হইল মহা উল্লাস অন্তরে।
আনন্দ নন্দির আর দেহে নাহি ধরে॥
সাগরে নিমগ্ন নৌকা পাইলে নাবিক।
ভেসে যাওয়া তরি পুন মিলিলে বণিক॥
মৃতপুত্রে পিতা দীন জনে হারাধন।
পাইলে যেমন হয় পুলকিত মন॥
তেমনি নন্দির মন আনন্দে মগন।
বার বার বিশ্বনাথে করে দরশন॥
যত দেখে তত বার ইচ্ছা বাড়ে দেখিবার
তৃপ্তি লাভ না করে নয়ন।
আরো দেখি দেখি মনে যত দেখে ক্ষণে ক্ষণে
বোধ হয় নূতন নূতন।
নিমেষ ভুলিল নেত্র পড়িল হাতের বেত্র
চিত্র হেন আছে দাঁড়াইয়া।
জিনি মুকুতার হারে পড়িতেছে দুই ধারে
অশ্রুজল কপোল বহিয়া॥
বিধি বুঝি করি স্নেহ গড়েছে নন্দির দেহ
চন্দ্রকান্তে করিয়া যতন।
না হলে দর্শন করে শিবমুখ শশধরে
দ্রব হবে বল কি কারণ॥
ঝরিতেছে ঝর ঝর ঘামচ্ছলে কলেবর
বরিষা কালের গিরি হেন।

স্থির ভাব হলো ভঙ্গ কাঁপিতে লাগিল অঙ্গ
বায়ু বশে তরুশাখা যেন ॥
অনেক দিনের পর বন্ধুগণ পরস্পর
পরস্পর হেরিলে বদন।
চকোর কুমুদগণ জলধি যুবক জন
শশধরে করিলে দর্শন ॥
চাতক কৃষকদল মণ্ডূক ময়ূরবল
নিরখিলে নব জলধরে।
যোগিগণ যোগবলে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ হলে
যে বিমল সুখ ভোগ করে ॥
যে জানে সন্ধান তার বুঝা তার নহে ভার
নন্দির যে সুখ উপজিল।
হরে পুন জন্ম মানি আনন্দে গদ্গদ বাণী
কলেবর পুলকে পূরিল ॥
ঘেরেছে ডাকাত দলে প্রাণ যায় যায় বলে
হেন কালে এলে রক্ষিগণ।
ভীষণ বিজন বনে দেখা হলে মিত্র সনে
প্রান্তরে মিলিলে বন্ধুজন ॥
সমুদ্রে ভাঙ্গিয়া যান যায় যায় যায় প্রাণ
সে সময়ে পাইলে আশ্রয়।
যে হয় মনের ভাব করে দেখ অনুভাব
বুঝিবে নন্দির ভাবোদয় ॥

মূর্চ্ছার কারণ জানিবার ইচ্ছা।

কারণ জানিতে বড় হইল বাসনা।
দেবদেবে কেন আজি হেন বিড়ম্বনা॥
মনে মনে ভাবে নন্দী একি চমৎকার।
নির্ব্বিকারে আজি হলো এমন বিকার।
ধন্য মোহ বলি হারি তোমার মহিমা।
সকলের সীমা আছে নাহি তব সীমা॥
জগতের নাথ যিনি অখিলের পতি।
তোমার প্রভাবে তাঁর হলো এই গতি॥
যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর দেবতা দানব।
পশু পক্ষী কৃমি কীট গন্ধর্ব্ব মানব॥
যোগী ঋষি উদাসীন বিষয়ী বিদ্বান্।
যে আছে তোমার কাছে সকলে সমান॥
জগত এমনি মুগ্ধ তোমার মায়ায়।
জেগে আছে কিন্তু কেহ দেখিতে না পায়॥
এতেক চিন্তিয়া নন্দী করে প্রণিপাত।
বিনয়ে কহিছে বাণী করে জোড় হাত॥
বেদে বলে তুমি বড় ভকত বৎসল।
তোমার ভকত আমি না করিও ছল॥
কহ বিবরিয়া বিভু শোকের কারণ।
ভূতলে পড়িলে কেন হয়ে অচেতন॥

যা হতে বিপদ ভয় হয় নিরমূল।
সে জন বিপদ ভেবে এতেক আকুল॥
এ কেমন হলো দেব এ কেমন কথা।
ভাবিতেছি মনে যত পাইতেছি ব্যথা॥
কতই হতেছে সন্দ নাপারি বর্ণিতে।
তোমার কেমন মায়া নারিনু বুঝিতে॥
ধৈর্য্য ধর স্থির হও বিরূপনয়ন।
বিপদ সময়ে ধৈর্য্য পুরুষভূষণ॥

আপনি অধৈর্য্য হলে ধৈর্য্য রবে কোন্ স্থলে
কে বা হবে ধৈর্য্যের আধান।
ধৈর্য্য নিরাশ্রয় হয়ে নিজ দল সঙ্গে লয়ে
হেথা হতে করিবে প্রস্থান॥
ধৈর্য্যের জনমভূমি ধৈর্য্যের আদর্শ তুমি
তুমি যদি হও ধৈর্য্যহীন।
সব বিশৃঙ্খল হবে ধৈর্য্য নাম নাহি রবে
অমঙ্গল হবে রাতি দিন॥
তোমার ধৈর্য্যের কথা লোকে কয় যথা তথা
কে না জানে তব ধৈর্য্যগুণ।
গিরিজা গিরির পতি জেনেছে মেনকা সতী
যবে জ্বলে ভালেতে আগুন।
কন্দর্প করিয়া দর্প ঘেটাইল কালসর্প
জ্বলন্ত অনলে দিল হাত।

পড়ে তব কোপানলে দেহ তার গেল জ্বলে
নিমেষে হইল ভস্মসাত ॥
আপনি মরিল পুড়ে অযশ জগত জুড়ে
না বুঝে কাজের এই ফল।
কাম কোপে ভস্ম হলে লোকে জিতেন্দ্রিয় বলে
তব কীর্ত্তি বহে অবিরল ॥
সে যশ কোথায় আজ কি কব কহিতে লাজ
নিজ ভাব ত্যজিল সাগর।
তব হেন দশা প্রভু শোভা নাহি পায় কভু
তুমি দেব ত্রিলোক ঈশ্বর ॥
হলে তব ধৈর্য্যলোপ মোহের এতেক কোপ
অভিভূত হলে তুমি শোকে।
কে বল ধৈরয ধনে পূজিবে সানন্দ মনে
কেমনে বুঝিবে নরলোকে ॥
ধৈরয পরশমণি সকল সুখের খনি
ধৈর্য্যতরু বহুফল ফলে।
যোগির পরম ধন সর্ব্বশুভ নিকেতন
ধৈর্য্য বিনা কারো নাহি চলে ॥
গৃহী হলে ধৈর্য্যহীন লক্ষ্মী ছাড়ে দিন দিন
রাজার রাজত্ব নাহি রয়।
ধৈর্য্যহারা সেনাপতি তার নানা দুরগতি
সমরে নিশ্চয় পরাজয় ॥

জগতে যে দেখি ভাব হয় এই অনুভাব
না থাকিলে ধৈর্য্যের বন্ধন।
একে একে হতো খণ্ড সব হতো লণ্ডভণ্ড
কে বা কারে করিত যতন॥
সে ধৈর্য্যের অপমান যদি কর ভগবান
কোথা রবে বল তার মান।
উঠ শয্যা পরিহরি ধৈর্য্য আলম্বন করি
কহ দেব মূর্চ্ছার নিদান॥

মূর্চ্ছার কারণ
কথন।

নন্দির বচন শুনি দেব কৃত্তিবাস।
লাজে নত করি শির ছাড়িল নিশ্বাস॥
কহিল নন্দিরে ধীরে বিনয় বচন।
আর কেন অরে বাছা কর জ্বালাতন॥
আর কেন বল বাপু বাড়াও উৎপাত।
মৃত দেহে করে কে বা অস্ত্রের আঘাত॥
বলি তবে অরে নন্দী শুন দিয়া মন।
তোমারে গোপন কিছু নাহি বাছাধন॥
এতেক কহিয়া দেব উঠিয়া বসিল।
আপন স্বপন কথা কহিতে লাগিল॥

নিশীথ সময়ে আজি কে যেন আসিয়া।
বসিল শিয়রে কথা কহিছে হাসিয়া॥
কি কর শুইয়া দেব কি দেখিছ আর।
তোমার শোণার কাশী হয় ছারখার॥
অনেক যতনে দেব মিলেছে রতন।
যতনে রেখেছ তুমি করে প্রাণপণ॥
যতনের ধনে হয় অনেক আঘাত।
আপদ বিপদ কত কত উতপাত॥
এই পুরী হতে তুমি কত না লাঞ্ছনা।
সহেছ কত না দুখ কত না যাতনা॥
বারেক স্মরিয়া দেখ পুরাতনী কথা (১)।
কত দিল দিবোদাস তব মনে ব্যথা॥

---

(১) দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি হইলে দেবতারা অতিশয় শঙ্কিত হন এবং দিবোদাসকে পরম ধার্ম্মিক জানিয়া তাঁহাকে পৃথিবীতে রাজত্ব করিবার অনুরোধ করেন। তিনি এই নিয়মে রাজত্ব করিতে সম্মত হন যে দেবতারা তাঁহার যাবৎ রাজত্বকাল পৃথিবীতে থাকিতে পারিবেন না। এই নিয়মে বদ্ধ হইয়া দেবগণকে পৃথিবী ত্যাগ করিতে হয়। বিশ্বেশ্বর কাশী ত্যাগ করিয়া মন্দর পর্ব্বতে গমন করেন। তিনি কাশীকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন। কাশী ছাড়িয়া থাকা তাঁহার অতিশয় কষ্টের হইল। তিনি অনেক কৌশলে দিবোদাসকে মোক্ষ

যে পুরী প্রাণের সম আদরের ধন।
সুখের সাগরে ভাসে যেথা থেকে মন॥
পলকে প্রলয় জ্ঞান যাহার বিরহে।
যারে ছেড়ে মন কোথা স্থির নাহি রহে॥
বরম পৌরুষ থাকে ত্যজি নিজ মান।
বরম থাকিতে পারে দেহ ছাড়ি প্রাণ॥
বরম গৌরীকে ছাড়ি থাকা সুখকর।
তবু যাকে ছাড়া ভার দেব দিগম্বর॥
সেই প্রিয়তমা কাশী প্রাণ হঁতে বাড়া।
তাকে ছাড়াইল দিবোদাস দিয়া তাড়া॥
মন্দর পর্ব্বতে গিয়া করিলে হে বাস।
সে কথা কি মনে পড়ে বল কৃত্তিবাস॥
কত দুখ কত শোক কত বা ভাবনা।
বিরহী জনার মত সহিলে যাতনা॥
ঘটিল বিষম দায় হইলে পাগল প্রায়
কাশী কাশী মুখে এই রব।
কাশীবাস অনুরাগে কিছু নাহি ভাল লাগে
দেখ দেব কাশীময় সব॥
কাশী বিনা নাই সুখ কাশীর বিরহ দুখ
জ্বলে সদা হৃদয়ের মাঝে।

পদ দিয়া কাশীতে আগমন করিলেন। কাশীখণ্ডে এই বিষয়টী বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে।

কাশী বিনা কথা আর কহে সাধ্য আছে কার

হৃদয়েতে শেল হেন বাজে ॥

সদা কর হায় হায় কিছু নাহি সয় গায়

কাশী বিনা সকলি আঁধার।

কেমনে আসিবে কাশী সদা এই অভিলাষী

কাশী বিনা ত্যজিলে আহার ॥

নয়নে না আসে ঘুম না আছে ভিক্ষার ধুম

থাক সদা মৌনব্রত লয়ে।

সে ভাব দেখিলে চেয়ে মনে হয় ভাঙ খেয়ে

বসে আছ যেন ভোর হয়ে ॥

পড়িলে বিষম ফেরে শেষে না থাকিতে পেরে

এলে কাশী কতেক কৌশলে।

পাঠালে যোগিনী দল করিয়া কতই ছল

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে বলে ॥

গেল তথা দিবাকর পদ্মযোনি তার পর

তার পর তব নিজগণ।

যে যায় না এসে আর মন মজে সবাকার

হেরে কাশী আনন্দ কানন ॥

কেহ নাহি এলো দেখে গজাননে কাছে ডেকে

পাঠাইলে করে বহু স্তুতি ॥

সে ফাঁদ পাতিল গিয়া দৈবজ্ঞের বেশ নিয়া

চক্রী গিয়া দিল পূর্ণাহুতি ॥

চক্রির চক্রেতে পড়ে দিবোদাস রথে চড়ে
গেল নিত্য সুখময় ধাম।
তারে দিয়া মোক্ষপদ তুমি হলে নিরাপদ
পূরিল তোমার মনস্কাম॥

ব্যাসের নূতন কাশী করিবার চেষ্টা ও তাহাকে ছলনা।

তার পর এসে সত্যবতীর তনয়।
করিল কতেক কাণ্ড মনে কি তা হয়॥
এমনি তোমার ছিল তারে ভাল বাসা।
কার্ত্তিক গণেশ হেরে হইত হতাশা॥
তারে পেয়ে করেছিলে কত মনোরথ।
তা হতে তোমার দেব বাড়ে আশাপথ॥
কাশীর কাশীত্ব তার লেখনীর বলে।
বারাণসী মোক্ষধাম সেই আগে বলে॥
তাহার বচনে আস্থা করে কত লোক।
কাশীবাসে যায় জন্ম জরা রোগ শোক॥
ভাবিয়া সংসারে হয়ে একান্ত উদাসী।
মুক্তি হবে এই আশে হয় কাশীবাসী॥
হৃদয়বান্ধব সেই তোমার স্বপক্ষ।
হইয়া উঠিল শেষে বিষম বিপক্ষ॥

করিবে নূতন কাশী হলো তার পণ।
তপ আরম্ভিল ঘোর ত্যজিয়া তপন॥
হেরিয়া অমরগণে ভয় উপজিল।
কিসে শান্তি হবে সবে ভাবিতে লাগিল॥

সে সময়ে বল দেব বিরূপ নয়ন।
কিরূপ তোমার চিত্ত হয় উচাটন॥
কিরূপ মনের কষ্ট কিরূপ উদ্বেগ।
কিরূপ হৃদয়ে বহে চিন্তানদীবেগ॥

কিরূপে করিবে ক্ষান্ত ব্যাসেরে তুষিয়া।
আকুল হইলে দেব ভাবিয়া ভাবিয়া॥
শেষে নিরুপায় হয়ে ওহে ত্রিনয়ন।
ছলনা ললনা (১) দোঁহে লইলে শরণ॥
কহিতে জুয়ায় লাজ নিজ মান ত্যেজে।

(১) ললনা শব্দে সামান্যতঃ স্ত্রী বুঝায়। এখানে অন্নপূর্ণা অভিপ্রেত। ব্যাসদেব বিশ্বেশ্বরের সহিত বিবাদ করিয়া নূতন কাশী করিবার চেষ্টা করিলেন। শেষে অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরের প্রেরিত হইয়া বৃদ্ধাবেশে ব্যাসকে ছলনা করিতে গেলেন। ব্যাস তাঁহার বারম্বার প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তিনি যে কাশী করিতেছেন, তাহাতে মৃত্যু হইলে গাদা হয়। অন্নপূর্ণা তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইনেল। ব্যাস তখন অন্নপূর্ণার ছলনা বুঝিতে পারিয়া নূতন কাশী করিবার চেষ্টা হইতে বিরত হইলেন।

বালকে ভুলায় যেন বহুরূপী সেজে ॥
তেমনি ছলিলে ব্যাসে করিয়া কৌশল।
দেবেরে শোভে কি ওহে বল এত ছল ॥
কপট ভাণ্ডারে গিয়া খুলিলে দুয়ার।
ব্যাসে ছলি নিজ কাজ করিলে উদ্ধার ॥

স্মর স্মর হর কি কাজ না কর
কাশীর রক্ষার তরে।
ব্যাসেরে ছলিলে স্বকাজ সাধিলে
কতেক বঞ্চনা করে ॥
যে জন অধম না জানে ধরম
কুকাজে সরম নাই।
অপরে বঞ্চনা করিতে বাসনা
তাহারি দেখিতে পাই ॥
তুমি ধর্ম্মময় সদ্গুণ নিলয়
পাপের তুমি অপায়।
হেন নীচমতি হেন নীচ রতি
তোমারে শোভা না পায় ॥
করিলে বঞ্চনা এ লোকে গঞ্জনা
নরক যাতনা পরে।
কি কহিব হায় দুই লোক যায়
বুঝিয়া না বুঝে নরে ॥
আগেতে অপনা না করে বঞ্চনা,
পরে না বঞ্চনা হয়।

ইহার মরম না বুঝে অধম
পরেরে ঠকায়ে লয়॥
সরল হৃদয়ে সব কথা কয়ে
সাধিতে সকল কাজ॥
মনে যার হয় ভয়ের উদয়
শিরে হানে যেন বাজ॥
সেই ভীরু জনা করে ধূর্ত্তপনা
বঞ্চন শরণ লয়।
সাহসী সরল বঞ্চনা গরল
পানে রত কভু নয়॥
হইয়া পুরুষরাজ সেই কাপুরুষ কাজ
কেমনে করিলে পশুপতি॥
কাশীমদে হলে মত্ত ছাড়িলে ধরম তত্ত্ব
ব্যসনীর এই দুরগতি॥
তব নাম সদাশিব তুমি জীবে সদা শিব
সাধুতার পথের দর্শক॥
সাধুতা পলাল দূরে শিবত্ব গেল ঘুরে
হলে দেব কেমনে বঞ্চক॥

সুজনের সহিত বিরোধে
অনিষ্ট ঘটে না।

দিবোদাস্ বেদব্যাস দুজনে সুজন।
তাই অল্পে পার পেলে ওহে ত্রিলোচন॥

সুজনের মন দেব সদা নিরমল।
কমলকুসুমসম প্রকৃতিকোমল॥
পণ্ডিত সুজন সনে বরম বিরোধ॥
পণ্ডিতে গুণের সদা করে উপরোধ॥
কলহ ত্রিলোকনাথ পণ্ডিতের সনে।
চপলাবিলাস সম লয় পায় ক্ষণে॥
দর্পণ গগন সাধ্যপুরুষ পীয়ূষ।
শশাঙ্ক শরদনদী সুজন মানুষ॥
সদা স্বচ্ছ থাকে কভু কলুষ না হয়।
কারণে কলুষ ভাব কতক্ষণ রয়॥
তোমার কপাল জোর শত্রু দুটী নহে ঘোর
দুষ্টমতি দুরন্ত যবন।
তুমি দেব পেতে টের হইত বিষম ফের
তারা যদি হইত দুর্জ্জন॥
দুর্জ্জন সেকুল কাঁটা কাঁচা কাঁটালের আটা
এরা শীঘ্র ছাড়িবার নয়।
যায় যায় নাহি যায় কিছুতে না যেতে চায়
হেন কষ্টকর কে বা হয়॥
দুর্জ্জনের গুণ যত জেনে গেছে দশরথ
জেনে গেছে তাহার তনয়।
এক হলো স্বর্গগত আরে পেলে দুঃখ যত
তাহা দেব বর্ণিবার নয়॥

কোথা রাজা হতে যায় হেন কালে আজ্ঞা পায়
যেতে হবে গহন কানন।
বাপ মায় রাজ্য ছাড়ি বনে গেল তাড়াতাড়ি
তার সম কেবা অভাজন॥
লোকজন ঘোড়া হাতী কেহ নাহি হলো সাথী
সাথী হলো জানকী লক্ষ্মণ॥
বেশভূষা পরিহরি গাছের বল্কল পরি
পদব্রজে চলে তিন জন॥
সীতার কোমল পদে ক্ষত হয় পদে পদে
রুধিরের কত ধারা বয়।
বদনে বিষণ্ণভাব অঙ্গে স্বেদ আবির্ভাব
শ্রীরামের প্রাণে এ কি সয়॥
ছেড়ে গেল রাজ্য দেশ কৌপীন হইল শেষ
তবু রাম না পায় নিস্তার॥
দুর্জ্জন সকল ঠাঁই হেন স্থান দেখি নাই
যেথা নাই দুষ্ট দুরাচার॥
সব দুখ পাশরিয়া মনেরে প্রবোধ দিয়া
লক্ষ্মণেরে করি সহচর।
জনক তনয়া সনে ছিল আনন্দিত মনে
দাশরথি অরণ্য ভিতর॥
সেথাও দুর্জ্জনগণ করে বড় জ্বালাতন
করে কত দুষ্ট আচরণ॥

জানকী যুবতী সতী বড়রূপ গুণবতী
তারে হরে নিল দশানন ॥
সেই সীতা উদ্ধারিতে কত কষ্ট পায় চিতে
কি করিব তাহার বর্ণনা।
বুঝে লও আর যত করিতে হয়েছে কত।
কত বানরের উপাসনা ॥
পাণ্ডবেরা পাঁচ ভেয়ে অশেষ যাতনা পেয়ে
জেনেছিল দুর্জ্জন কেমন।
কত পাক চক্র করে কত শঠ মায়া ধরে
কত কষ্ট দিল দুর্য্যোধন ॥
দুর্জ্জন কাহাকে বলে জানিতে বাসনা হলে
দুর্যোধনে কর পরিচয়।
জানিতে পারিবে সব হবে সব অনুভব
দুর্জ্জন কেমন জন্তু হয় ॥
পাপমতি দুর্যোধন শত্রুতা সাধিতে মন
ভাল মন্দ নাহি কোন জ্ঞান ॥
ত্যজিয়া ভদ্রের রীতি লঙ্ঘিয়া সমাজস্থিতি
করিল নারীর অপমান ॥
সেই দুরাচার দুষ্ট ইহাতে না হয়ে তুষ্ট
আরো দেব কত কষ্ট দিল।
করে এক জুয়া খেলা ডাকাতি দুপর বেলা
একে একে সব হরে নিল ॥

যুধিষ্ঠির ধীর অতি সদা তার ধর্ম্মে মতি
পাপ বুদ্ধি ছিল না তাহার।
শঠে শাঠ্য আচরণ ঘৃণা করি এ বচন
আপন প্রতিজ্ঞা কৈল সার॥
আত্মীয় স্বজনগণ সব ত্যজি গেল বন
অনুচর হলো ভ্রাতৃগণ।
ত্যজিল মুকুতামাল পরিল গাছের ছাল
ফল মূলে জীবন ধারণ॥
দুর্য্যোধন দুরাচার করে এই ব্যবহার
দারুণ হইল পরিণাম।
সকল হইল ধ্বংস লোপ হলো তার বংশ
আছে দেব এক মাত্র নাম॥
দুরাত্মা একাকী নয় তার সঙ্গে সঙ্গী হয়
ভারতের কোটি কোটি লোক।
এমনি দুর্জ্জন সঙ্গ দেখ দেব তার রঙ্গ
কত লোকে ঘটাইল শোক॥
দুর্যোধন সঙ্গবলে গেল দেব রসাতলে
ভারতের যত রাজগণ।
সংসর্গের দোষ কত ছুয়াচে রোগের মত
পরে গিয়া করয়ে লঙ্ঘন॥
খলের হৃদয় দেখিলে বিস্ময়
বল কার নাহি হয়।

ছিদ্র কত তায় গণা নাহি যায়
তাহাতে কিছু না রয়॥
কর উপকার জলের আকার
কোথায় চলিয়া যাবে।
কোন চিহ্ন তার না পাইবে আর
কিছু না দেখিতে পাবে॥
কিন্তু অপকার যদি কর তার
হৃদে হার গাঁথা রবে॥
হবে অবিকল পাথরেতে জল
বিন্দুপাত নাহি হবে॥
দুষ্ট বিষধর আর খল নর
দেখ সমভাবে পেলে।
যতই লালন কর না যতন
দংশিবে সুযোগ পেলে॥
পর অপকার হলে বল কার
বহে নয়নের নীর।
পর নিন্দা পেলে সব কাজ ফেলে
শুনে কেটা হয়ে থীর॥
সেই খল সহ হইলে কলহ
ঘটিত বিপদ বড়।
খলের হৃদয় হয় শিলাময়
লাগিলে আঘাত দড়॥

উঠিত অনল হইত প্রবল
ছুটিত শিখা বা কত ।
করিত তোমার কাশী ছার খার
দেখিতে বোবার মত ॥
কুটিলের কোপ নাহি পায় লোপ
চিরকাল জেগে থাকে ।
এর নিদর্শন চাণক্য ব্রাহ্মণ
মনে করে দেখ তাকে ॥
বিষম কুটিল কাজেতে জটিল
আর কি তেমন আছে ।
হলো দুরমতি নন্দ নরপতি
লাগিল তাহার পাছে ॥
সবংশে মজিল কেহ না রহিল
বাতি দিতে তার কুলে ।
থামিল ব্রাহ্মণ নন্দ বংশ বন
গোড়া হতে সব তুলে ॥
নবনীতময় সুজনহৃদয়
নরম কাদার মত ।
করিলে আঘাত তাতে প্রতিঘাত
না হইয়া হয় নত ॥
সৌজন্যনিবাস ব্যাস দিবোদাস
ত্যজিল বিবাদ আর ।

কিছু না বলিয়া রহিল সহিয়া
বঞ্চনা যত তোমার।

—•◎•—

বিশ্বেশ্বরের প্রতি যবন জাতির অত্যাচার অধিকাংশ মুসলমানের চরিত্র।

তার পর ঠেকেছিলে বৃষভবাহন।
কেমন লোকের হাতে হয় কি স্মরণ॥
যবন কেমন ধন জেনেছ বিশেষ।
বঞ্চকের শিরোমণি অধমের শেষ॥
কুটিল হৃদয় অতি শঠের সদ্দার।
মিষ্টভাষী অভিলাষী সদা পরদার॥
হিংসারুচি নহে শুচি আত্ম অভিমানী।
ভাল বাসে পরদোষ পরমানহানি॥
এমন গোঁয়ার জাতি দুটী আর নাই।
এমন বিগড়া কভু দেখিতে না পাই॥
কাঁদ কাট পায়ে ধর করহ বিনয়।
যাহা ধরে তাই করে ছাড়িবার নয়॥
অসতের সহবাস অসত আলাপ।
অসত করিয়া কাজ নাহি পরিতাপ॥
শরীরেতে দয়া নাই মায়া নাই দেহে।
পশুপক্ষী বধ করে পুষে নিজ গেহে॥

সাধু চিন্তা নাই নাহি গুরুজনে মানে।
সবার মঙ্গল কিসে জানে কি না জানে॥
কতই ছলনা জানে কত বা চাতুরী।
যে করে মঙ্গল তার গলে দেয় ছুরি॥
বিষম পাষণ্ড দিয়া ধর্ম্মের দোহাই।
না করিতে পারে এরা হেন কাজ নাই॥
আপন গরজ এরা বুঝিতে যেমন।
পৃথিবীতে বুঝি আর না আছে এমন॥
আপন মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবারে।
হেন কাজ নাহি এরা না করিতে পারে॥
সুহৃদ বান্ধব পিতা মাতা সহোদরে।
বঞ্চন বন্ধন বধ অনায়াসে করে॥
বিষম ধর্ম্মের গোঁড়া হইয়া অজ্ঞান।
ভাল মন্দ এ বিচারে নাহি দেয় কাণ॥
গোঁড়ামীতে ধর্ম্মহানি হয় মনস্তাপ।
গোঁড়ামীতে সর্ব্বনাশ গোড়ামীতে পাপ॥
গোড়ামীতে জগতের হয় অধঃপাত।
গোড়ামী উন্নতি মূলে করয়ে আঘাত॥
দেবের দুর্ল্লভ গুণ পরম ঔদার্য্য।
যে গুণ জগতে হয় সুখের আচার্য্য॥
সমভাব সমদৃষ্টি যে গুণের বলে।
ভাল বাসে দেবদেব! যে গুণে সকলে॥

বহিরঙ্গ নাহি থাকে আত্মীয় সবাই।
স্বজাতি বিজাতি সবে সহোদর ভাই॥
পরস্পরে দ্বন্দ্ব ভাব কলহ বিদ্বেষ।
সকল মিটিয়া যায় নাহি থাকে শেষ॥
সমাজ স্বরগতুল্য সকল সুধারা।
কামধেনু সম পৃথ্বী ক্ষরে সুখধারা॥
যে গুণতরুর দেব! এত শুভ ফল।
গোঁড়ামীতে সেই তরু হয় হীনবল॥
পড়িয়া গোঁড়ার হাতে দেব দিগম্বর।
হয়েছিলে বল দেখি কেমন কাতর॥
প্রাণ লয়ে টানাটানি পাড়িল যবন (১)।
জ্ঞানবাপী মাঝে গিয়া বাঁচালে জীবন॥
পলায়ে তাহার হাতে পেলে পরিত্রাণ।
সেবারেতে কোনরূপে হলো সমাধান॥
পরের যবন যেটা (২) অতিশয় ঠেটা।

---

(১) কালাপাড়। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে, বিশ্বেশ্বর কালাপাড়ের অত্যাচার ভয়ে জ্ঞানবাপীতে লুকাইয়াছিলেন।

(২) অরঙজেব। বোধ হয় মুসলমান জাতির মধ্যে অরঙজেবের তুল্য গোঁড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। ঐ ব্যক্তি বিশ্বেশ্বরের প্রাচীন মন্দির ভাঙ্গিয়া সেই স্থানে এক মসিদ গাঁথাইয়াছে। আজিও সেই ভগ্ন মন্দিরের

তোমাকে অনেক কষ্ট দেয় সেই বেটা॥
বড়ই দুরন্ত বেটা গোঁড়া এক শেষ।
বৈদিক ধর্ম্মেতে তার বড়ই বিদ্বেষ॥
তোমার মন্দির ভাঙি করি খান খান।
সেখানে করিল এক মসিদ নির্ম্মাণ॥
সে বেটা অসভ্য মূর্খ এমনি দুর্জ্জন।
মন্দির ভাঙিয়া তৃপ্ত নহে তার মন॥
তব অধিষ্ঠিত দেব! প্রস্তরমূরতি।
লইয়া করিল ভস্ম হয়ে হৃষ্টমতি॥
সেই ভস্মে মসিদের গাঁথিল সোপান।
করিতে ত্রিপুরবৈরী! তব অপমান॥
দেখ উমাপতি! সেটা কেমন নির্ব্বোধ।
এতে কি কখন হয় ধর্ম্মের নিরোধ॥
তরু যদি মূল দেশে আঘাত না পায়।

আধখানা আছে। প্রাচীন মন্দিরটি জ্ঞানবাপীর উত্তরাংশে ছিল। কাশীখণ্ডে ইহার উল্লেখ আছে। এখন বিশ্বেশ্বরের মন্দির জ্ঞানবাপীর দক্ষিণাংশে হইয়াছে। এই প্রকার প্রবাদ আছে, অরঙজেব বিশ্বেশ্বরের পুরাণ প্রস্তরময় মূর্ত্তি ভস্ম করিয়া মন্দিরের সোপান গাথায়। এরূপ করিবার তাৎপর্য্য এই, হিন্দুরা দেখুক তাহাদিগের দেবতার কোন ক্ষমতা নাই, মুসলমানেরা সেই ভস্মময় শিবমূর্ত্তির উপর দিয়া মসিদে স্বচ্ছন্দে উঠিতেছে।

সে কি কভু শাখাচ্ছেদে শুকাইয়া যায় ॥
হিন্দুধর্ম্মমূল বেদ সংহিতা পুরাণ।
দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি জপ যজ্ঞ দান ॥
সে সবে লোকের মন ভকতি যাবত।
হিন্দুধর্ম্ম নিরমূল হয় কি তাবত ॥
বরম বিপত্তি দেবে দেখে সব লোক।
উৎসাহ করিল বাড়া পরিহরি শোক ॥
আরম্ভিল জপ তপ অধিক যতনে।
হইল ধেয়ানে রত ঐকান্তিক মনে ॥
তব উপাসকগণ বিষণ্ণবদন ॥
হত্যা দিল নিশা যোগে দেখিল স্বপন ॥
বাণলিঙ্গ করিবারে হইল আদেশ।
স্থাপিয়া করিল পূজা অশেষ বিশেষ ॥
করিল নূতন গৃহ কিবা মনোহর।
সাজাইল কত সাজে কহিতে বিস্তর ॥
ধরমে লোকের মন না হলে বিচল।
কখন না হয় হ্রাস ধরমের বল ॥
পামর মরম কিবা বুঝিবে ইহার।
না বুঝিয়া তব গৃহ কৈল ছারখার ॥
গৃহের কি দোষ কিবা মূরতির দোষ।
পাগল না হলে তাহে নাহি করে রোষ ॥
সকলি পূর্ব্বের মত হলো গুণনিধি ॥

কেবল রহিল তার মূর্খতা প্রমাণ।
তোমার পুরাণ ঘরে ভাঙ্গা আধখান॥
স্থুলবুদ্ধি ভুলে যথা তর্কের বিচার।
তেমনি ভুলিল সবে তার অপকার॥
সবার হইল পুর্ণ সব মনস্কাম।
কেবল তাহার রৈল চির দুরনাম॥
এই হেতু বলি সেটা বিষম পাগল।
আকারে মানুষ বটে বুদ্ধিতে ছাগল॥
ওহে দেব স্মর হর ভাঙ্গিল তোমার ঘর
ভস্ম কৈল মূরত্তি তোমার।
যবন নিষ্ঠুর অতি করিল তোমার প্রতি
এইরূপ কত অত্যাচার॥
সে তোমার নাম হলে অগ্নি হেন ক্রোধে জ্বলে
তাই নহে এত কড়াকড়ি।
অত্যাচার করা তার চিরকেলে কারবার
এ নহে নূতন হাতে খড়ি॥
যবন বলিলে যেন সেই সঙ্গে হয় জেন
অত্যাচার ভাবের উদয়।
যদি তুমি লও তত্ত্ব দেখিবে দখলি স্বত্ব
অত্যাচারে যবনেরি হয়॥
কর রাজ নীতি সঙ্গ সাতটী রাজ্যের অঙ্গ
দেখিতে না পাবে তাহা ছাড়া।

যবনের নীতি সার করে দেখ আছে তার
অত্যাচার নামে অঙ্গ বাড়া ॥
পাখির পাখার পাঁতি চোরের আঁধার রাতি
ডাকাতের খেলয়াড় দল।
মীনের সলিলে বাস ব্রাহ্মণের উপবাস
অত্যাচার যবনের বল ॥
পাছে রাজ্য লয় হরে বল এই ভয় করে
কেটা করে নিষ্ঠুর আচার।
বাপেরে পাঠায় কারা ভেঁয়ের চোখের তারা
খুলে লয় না হয় বিকার ॥
বল দেব! নরাকার এমন রাক্ষস আর
কে বা কোথা করেছে দর্শন।
মানুষে মানুষ খায় চির বাদ শুনা যায়
দেখাইল সাক্ষাতে যবন ॥
আমি বলি এরা বড় রাক্ষস হইতে দড়
নিরমম নিষ্ঠুরের শেষ।
রাক্ষস মানুষ পেলে অমনি গিলিয়া ফেলে
এরা দগ্ধে মারে দিয়া ক্লেশ ॥
ইহার হেতুর স্থলে অনেকে অনেক বলে
আমি বলি শুন দিয়া মন।
যবন ধরমে দীক্ষা আর নাই কোন শিক্ষা
নিষ্ঠুরতা প্রধান কারণ ॥

"তরবারি লয়ে করে তোমরা সমর করে
কর সবে ধর্ম্মের প্রচার।"
এই আজ্ঞা শিরে ধরা স্বহস্তে জবাই করা
বল দেব! চাই কিবা আর॥
এমন নিষ্ঠুর ধর্ম্ম এমন নিষ্ঠুর কর্ম্ম
অন্য কোন জেতে নাহি হবে।
যারা সেই ধর্ম্ম লয়ে সদা থাকে মত্ত হয়ে
কেমনে তাদের দয়া রবে॥
কি জানাব দেবদেবে পর দুখ সুখ ভেবে
নিজ সুখ অন্বেষিতে হয়।
যবনে তা নাহি জানে নিজ সুখ বহু মানে
পর দুখে দৃষ্টি নাহি রয়॥
অপরের ঘোড়া গাড়ি বাস যোগ্য ভাল বাড়ি
সুখসেব্য রম্য উপবন।
সুন্দরী যুবতী জন মণি মুক্তা আভরণ
যত কিছু সুখের কারণ॥
সকলি লইব আমি হইব তাহার স্বামী
সেই ধনে পালিব স্বজন।
যে ছিল এসব লয়ে সে যাউক দূর হয়ে
যেন যবনের এই মন॥
খাটিয়া না পাব দুখ অথচ ভুঞ্জিব সুখ
বাবুগিরি যতেক প্রকার।

যবন জাতির মত যুক্তি ছাড়া এই পথ
ইহা হতে যত অত্যাচার॥
বিষম ধর্ম্মের গোঁড়া কিন্তু নাই আগাগোড়া
ধর্ম্মের লক্ষণ নাহি জানে।
কোথা সরলতা রয় কোথা বা ইন্দ্রিয় জয়
ক্ষমা সত্য দয়া নাহি মানে॥
যবন এমনি মূঢ় না বুঝে মরম গূঢ়
সত্যাদি বন্ধন যেথা নাই।
সে সমাজ হীনবল সদা হয় বিশৃঙ্খল
ধরমের মুখে পড়ে ছাই॥
সদাই দেখিতে পাই সমাজে উন্নতি নাই
নাহি তার হেতু অন্বেষণ।
এ বড় আশ্চর্য্য কথা দেখ গিয়া যথা তথা
মুহূর্ত্তেক ভাবে না যবন॥
আলস্যকে দুরে রেখে যদি তারা ভেবে দেখে
কি কারণে হতেছে এমন।
নিজ দোষ পরিহার সমাজের দোষোদ্ধার
করিবারে জনমে যতন॥
অত্যাচার অবিচার নাহি পায় অধিকার
একে একে করয়ে প্রস্থান।
ধৃতি ক্ষমা আদি গুণ পেয়ে বল বহু গুণ
ক্রমে সব হয় আগুয়ান॥

সমাজ হারের মত এর অবয়ব যত
সমুদয় না হইলে সত।
হয়ে যায় বিশৃঙ্খল ধর্ম্মের না থাকে বল
লোকে সদা আশ্রয়ে বিপথ॥
কহিব বা কত আর যবনের ব্যবহার
এজাতির ভাল শিক্ষা নাই।
না বুঝে ধর্ম্মের মর্ম্ম সদা করে ধর্ম্ম ধর্ম্ম
সব কাজে ধর্ম্মের দোহাই॥
ধর্ম্ম হতে অত্যাচারী ধর্ম্ম হতে স্বেচ্ছাচারী
ধর্ম্ম হতে বিগড়া যবন।
স্বার্থ বিনা নাহি জানে স্বার্থে গুরু হেন মানে
স্বার্থই জীবন প্রয়োজন॥

ইংরাজ জাতির রাজনীতি ও অধিকাংশের চরিত্র।

এবার তোমার দেব বিপদ অপার।
এবার সহজে পার পাওয়া বড় ভার॥
যে জাতি এখন তব হয়েছে বিপক্ষ।
তব উন্মূলন তার দেখি এক লক্ষ্য॥
এ বড় শকত জাতি পাকা সব দিকে।
তুষের অনল সম জ্বলে ধিকে ধিকে॥
বিমল চিকণ বুদ্ধি শাণিত অন্তর।

অসভ্য গোঁয়ার নয় গুণের সাগর ॥
ত্বরায় না করে কাজ করে দেখে শুনে।
হয়েছে সবার বড় শুধু এই গুণে ॥
মনস্বী যাহারে বলে সেই এই জাতি।
তেজস্বিতাবহ্নি যার জ্বলে দিবারাতি ॥
এমনি প্রতাপতাপ সহনে না যায়।
অরুণ অনল দোঁহে হেরে লাজ পায় ॥
পরের মঙ্গল কাজে কেমন যতন।
এমন দেখি না আর এ জাতি যেমন ॥
দাসত্ব বসেছে যেতে যতনে যাহার।
পৃথিবী পরিছে গলে স্বাধীনতা হার ॥
হেরিলে পরের দুখ ঝোরে দুনয়ন।
ভাবে সদা কিসে হবে তাহার মোচন ॥
আর কার আছে হেন মায়ার শরীর।
করুণাসলিলে ভাসে মানসমন্দির ॥
জগত মঙ্গল যার সদা হৃদে জাগে।
সাধে সে মঙ্গল কাজ দৃঢ় অনুরাগে ॥
সে শুভ সাধন কালে দেব ত্রিলোচন।
টাকা কড়ি দেহ বলে না থাকে যতন ॥
বিপদে বিপদ বলে নাহি থাকে বোধ।
না পারে করিতে তার কিছুতে নিরোধ ॥

সে কাজ সাধিয়া হয় যে আনন্দ মনে ॥
বুঝিবে মরম তার কি বা মূঢ় জনে ॥
এই গুণ যে জাতির মহত্ত্বের মূল ।
যে গুণে যাহারে বিধি সদা অনুকূল ॥
না হলো এ গুণ যার মানুষ সে নয় ।
মরীচিকাসম তার সুখের আশয় ॥
বিফল জনম তার বিফল করম ।
বিফল পৌরুষ তার বিফল ধরম ॥
বড় হইবার যার মনে আছে আশা ।
এ গুণ তাহার পক্ষে অনুকূল পাশা ॥
যে জাতি উৎসাহ শ্রম দৃঢ়তার বলে ।
অতুল সমৃদ্ধি লাভ করে কুতুহলে ॥
করিছে আপন দেশ বাণিজ্য অগার ।
কমলা অচলা হয়ে বাঁধা আছে যার ॥
পৃথিবীর নানা স্থানে নানা নরপতি ।
করেছে করিছে রাজ্য সমাহিতমতি ॥
এ জাতির সম রাজা চোখে নাহি ঠেকে ।
সকলে শাসিছে সুখে করে একে একে ॥
এমন সুখের দেব ! শাসনের রীতি ।
কভু দেখি নাই হেন সুখ রাজনীতি ॥
সকলে সমান ভাব নাহি পক্ষপাত ।
কেহ নাহি কারো প্রতি করে উতপাত ॥

খাড়ায়ে বলি না দেব ! বুঝো অবিকল।
" বাঘে গরু খাইতেছে এক ঘাটে জল " ॥
যে জাতির রাজনীতি বড় চমৎকার।
বিশ্বের রচনা সম রচনা তাহার ॥
এক শিকলেতে বাঁধা সবে রাতি দিন।
কিন্তু নিজ কাজ করে হইয়া স্বাধীন ॥
যে কাজ করিতে ইচ্ছা কর মনসাধে।
আপন মনের ভাব বল অবিবাদে ॥
যুকতির বাধা বিনা আর বাধা নাই।
স্বাধীনতা সুখভোগ করিছে সবাই ॥
মরি কি করিছে প্রজা লালন পালন।
শুনিলে জুড়ায় কাণ হেরিলে নয়ন ॥
ইন্দ্রের পালন গুণ সকলে বাখানে।
দেবগণ পিতা সম দেবরাজে মানে ॥
আমি বলি এরা বড় নহে পুরন্দর।
সুরে নরে আছে দেব ! বহুল অন্তর ॥
দেবেরা পালন হয় নিজ নিজ গুণে।
দেবেন্দ্র নিমিত্ত মাত্র বসে কাণে শুনে ॥
মানুষ তেমন নয় বিগড়া বিষম।
মন শুচি নয় বহু দোষের আগম ॥
সোজা কথা সোজা কাজ সোজা ব্যবহার।
সোজা মন নরলোকে খুজে মিলা ভার ॥

এ বড় দুঃখের কথা গিরিজাবল্লভ ।
সোজা হলে কত সুখ বুঝে না মানব ॥
সেই বাঁকা সোজা করে যে জাতি রাজত্ব
করিছে বুঝহ তার কেমন মহত্ত্ব ॥
যতনে পালয়ে প্রজা দেব উমাপতি ।
যার কাছে শিখে সবে পালন পদ্ধতি ॥
ঔরসে প্রজায় যারা ভিন্ন নাহি ভাবে ।
আর কে পালয়ে প্রজা বল সেই ভাবে ॥
প্রজার বিনয়দান প্রজার রক্ষণ ।
কিসে প্রজা সুখী হবে ভাবে অনুক্ষণ ॥
যে জাতি সাহসে বড় সমরেতে দঢ় ।
কেহ না আঁটিতে পারে ভয়ে জড় সড় ॥
যাহাকে করিতে খুসী ইচ্ছুক সবাই ।
সম্মুখে শত্রুতা করে হেন কেহ নাই ॥
যে তুলিল মাথা তার হলো বিড়ম্বনা ।
সকলেই নতভাবে করে আরাধনা ॥
কেহ মিত্র হয়ে আছে কেহ পরাধীন ।
প্রতাপ বাড়িছে দেব ! যার দিন দিন ॥
ভারতবরষ নাম খ্যাত মহীতলে ।
সে ভারত সুখে আছে যার করতলে ॥
বিরাজে অচল হেন অটল সমরে ।
অন্যায় করিয়া দেব কলহ না করে ॥

অন্যায় করিয়া যিনি বাঁধান সংগ্রাম।
নিশ্চয় জানিহ তারে বিধি হৈল বাম॥
বিচরে সমরে সিংহ হেন নিরভয়।
তার গর্ব্ব খর্ব্ব করে তবে ক্ষান্ত হয়॥
পুরুষের এই চাই অন্যায়ে না যায়।
রাখিতে আপন মান কভু না পিছায়॥
যে বিপক্ষ হার মেনে দন্তে তৃণ ধরে।
করিয়া অভয়দান তারে রক্ষা করে॥
তারে কোলে করে লয় করিয়া যতন।
কাতরে অভয় দান মহত্ত্ব লক্ষণ॥
অসভ্য গোঁয়ার মত করে ঘোর কোপ।
কভু নাহি করে কারো কীর্ত্তির বিলোপ॥
জীবন যৌবন ধন দেহ গেহ জায়া।
জনক জননী সুত যারে যত মায়া॥
কি আছে কীর্ত্তির সম ভুজগবলয়।
কাহার কীর্ত্তির সনে তুলনা না হয়॥
আর যত দেখ কেহ চিরস্থায়ী নয়।
ক্ষণে সব যায় কীর্ত্তি চিরকাল রয়॥
আর সব মিছা যত কর মনোরথ।
অমর হইবার এই আছে এক পথ॥
জীবনের সার কীর্ত্তি অমূল্য রতন।
যে বুঝে না করে কভু তাহার হরণ॥

কহিতেছি যে জাতির কথা দিগম্বর।
অতি সুপণ্ডিত তার না দেখি দোসর॥
দর্শন বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্যের বলে।
করিছে অদ্ভুত কাণ্ড অগ্নি আর জলে॥
সেকেলে সে রীতি নাই নাহি সেই ক্রম।
পৃথিবী হয়েছে যেন নূতন রকম॥
নূতন ধরন নীতি নব রাজনীতি।
নূতন হয়েছে দেব! ধরমের স্থিতি॥
নূতন বিধাতা যেন আসিয়া ভূতলে।
নূতন করিছে সৃষ্টি নব কুতূহলে॥
নূতন হতেছে সব, পুরাণ যতেক।
ক্রমেতে পেতেছে লোপ করে এক এক॥
এতেক গুণের মাঝে দেব আশুতোষ।
দেখা দেয় দোষ যদি বড় আপসোস॥
বিধাতা করেছে নরে বঞ্চনা কেমন।
সব গুণ একাধারে না দেয় কখন॥
মানুষ হবে না পূর্ণ সৃষ্টির নিয়ম।
বিধাতা করিতে পূর্ণ বুঝি এই ক্রম॥
যে জাতির গুণরাশি হেরে করে রোষ।
দুধেতে গোমূত্র হেন দেছে দুটী দোষ॥
অহঙ্কার স্বজাতির প্রতি পক্ষপাত।
সেই দুটী দোষ এই জগতের নাথ॥

যেমন মেঘের ছায়া লেগে শশধর।
কালী লেগে হয় দেব! সৌধের অন্তর॥
তেমনি এই দুই দোষে গুণরাশি যার।
হয়েছে বিবর্ণ বড় জগত আধার॥
কিবা সৃষ্টি বিধাতার বুঝে উঠা বড় ভার
নরসৃষ্টি বড়ই অদ্ভুত।
পৃথিবী অনল জল মরুত গগনতল
উপাদান এই পাঁচ ভূত॥
কিন্তু দেখ বিচারিয়া নরের চরিত্র নিয়া
বিস্ময়ের হবে আবির্ভাব॥
দুই জনে এক চিত না হেরিবে কদাচিত
না হেরিবে এক অবয়ব॥
যেমন বিভিন্ন মতি তেমনি মনের গতি
সেই মত বিভিন্ন আকার।
দেখ কিবা চমৎকার সংখ্যা নাহি হয় যার
পাঁচ ভূতে কতেক প্রকার॥
আছে কত সুগঠন সুন্দর যুবক জন
মোহনমূরতি নিরুপম।
নারীগণ হেরে যারে ধৈরয ধরিতে নারে
কামদেব বলে হয় ভ্রম॥
নাক কাণ চোখ মুখ হেরিলে জনমে সুখ
কোন অঙ্গে নাহি কোন ক্ষুঁত।

হৃদয় চিরিয়া তার যদি দেখ একবার
যদি করে দেখ তার কুত॥
কতই দেখিতে পাবে তব বাক হয়ে যাবে
কত পাপ সাজান সেথায়।
যার রূপ নিরখিয়া চমকি উঠিবে হিয়া
করিতে হইবে হায় হায়॥
এমনো অনেক আছে পেচক যাহার কাছে
আপনাকে ভাবে রূপবান।
সুবিমল গুণ গ্রাম তাহার হৃদয় ধাম
আলো করি হয় শোভমান॥
সব দিকে আঁটা সাটা নাহি তামা মেকি বাটা
এমন মানবে দেখ গিয়া।
এক এক কাজ তার দেখিবে বালক প্রায়
জনমিবে দুখ নিরখিয়া॥
দেখ দেব ইংরাজের ভাল গুণ আছে ঢের
যে গুণের সীমা নাহি হয়।
দোষ তার মাঝে রহে এ কিছু বিচিত্র নহে
নর জাতি ছাড়া তারা নয়॥
যে জাতির অহঙ্কার সহ্য করা বড় ভার
জয়করা দেশে অসামাল।
সেথাকার জনগণে মানুষ না বলে গণে
ভাবে কাক কুকুর শৃগাল॥

এহেন অনাস্থা যেথা অন্যায় অনীতি সেথা
পদে পদে ঘটে পরমাদ।
দেখা যায় কত রঙ্গ প্রজার মনের ভঙ্গ
কত জনে কতই বিষাদ॥
এক এক ব্যক্তি ধরে দেখ বিবেচনা করে
এক জন এক অবতার।
আপনি প্রবল হলে অনায়াসে দুরবলে
পশু হেন করে অত্যাচার॥
স্বজাতিতে পক্ষপাত আর এক উতপাত
হয় ইথে কত দুর্ঘটন।
সময়েতে অত্যাচার সময়েতে অবিচার
সময়েতে নীতির লঙ্ঘন॥
রাজধর্ম্মে জলাঞ্জলি ন্যায়ে দে(ও)য়া হয় বলি
বিধিছাড়া হয় বহু কাজ।
সে সব কাজের আগে যবন কোথায় লাগে
যুকতির শিরে পড়ে বাজ॥
কতই অনর্থ ঘটে কতই কলঙ্ক রটে
কত হয় বিপদ প্রবল।
পাইলে সামান্য ছল বাঁধে রণ কোলাহল
জ্বলে উঠে বিদ্রোহ অনল॥
যদি এই দোষদ্বয় এ জাতিতে নাহি রয়
এজাতির সম জাতি নাই।

কি বা বিদ্যা বুদ্ধি বল কি বা আর গুণ বল
এর তুল্য দেখিতে না পাই ॥

ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজ সংসর্গ প্রভাবে বৈদিক ধর্ম্মের লোপশঙ্কা।

যাহার করিনু দেব! এতেক বর্ণন।
সেই জাতি সনে তব বাঁধিয়াছে রণ ॥
এ নহে সমুখ যুদ্ধ আড়ালের মার।
তলে তলে করিতেছে সকল সংহার ॥
এ যুদ্ধের মহা অস্ত্র ইঙরেজী ভাষা।
না দেখি বৈদিক ধর্ম্মে বাঁচিবার আশা ॥
জ্বলিতেছে অস্ত্র দেব! যেন দাবানল।
দহিছে যা কিছু মুখে পড়িছে সকল ॥
স্থাণু মাত্র সার হলো ধর্ম্মতরুবর।
সে শোভা সে তেজ আর না দেখি ঈশ্বর।
নবীন জলদ সম উজল বরণ।
আছিল গাছের রূপ কেমন চিকণ ॥
পাতাগুলি ঠিক যেন ক্ষরিতেছে ননী।
সে সব গিয়াছে ঘুচে ওহে গুণমণি।
ডাল পালা বড় আর দেখিতে না পাই।
দেখিতে দেখিতে সব পুড়ে হলো ছাই ॥

যেখানে পশিছে অস্ত্র খসিছে বল্কল।
অমনি লাগিছে কীট করিছে বিকল॥
এই বেলা সাবধান হও ত্রিনয়ন।
যদি কোন পথ থাকে কর অন্বেষণ॥

যেমন বরিষা হলে পৃথিবীর তলে তলে
ধীরে করে সলিল প্রবেশ।
ইঙরেজী সেই ভাবে দেখিলে দেখিতে পাবে
ছেয়ে নিল ক্রমে সব দেশ॥
বৈদিক ধরম ক্ষীণ হইতেছে দিন দিন
বাড়িতেছে ইঙরেজী দল।
ইঙরেজী শিখে যারা স্পষ্ট ভাষে বলে তারা
পাথরে পূজিয়া কি বা ফল॥
যাহা আলম্বিয়া ভব তব এত প্রাদুর্ভব
তার মূলে করিছে আঘাত।
জপ তপ দান ধ্যানে যাগ যজ্ঞে নাহি মানে
এ সকলে ভাবে উতপাত॥
তব উপাসক দলে উপহাস করে বলে
এরা দেখি বিষম পাগল।
মিছা মাথা খুঁড়ে মরে বৃথা অর্থ নষ্ট করে
কষ্ট দেয় শরীরে কেবল॥
জুয়াচোর বলে খালি বামুনেরে দেয় গালি
এরা যত অনর্থের মুল।

এদের কুহকপাশ করিতেছে সর্ব্বনাশ
হইয়াছে জগত আকুল ॥
ইঙরেজী শেখা দলে কেবল কথায় বলে
নাহি ভেব শশাঙ্কশেখর।
কাজ দেখ এ দলের অনায়াসে পাবে টের
হিন্দু মতে বড় অনাদর ॥
নাহি মানে হিন্দু ধর্ম্ম না করে হিন্দুর কর্ম্ম
নাহি করে হিন্দুর আচার।
বিলাতী আচারে রুচি তাহাতেই মন শুচি
ইঙরাজে ভকতি অপার ॥
এ দলে অনেক আছে কিছুই তাদের কাছে
হিন্দু বলে উপাদেয় নয়।
হিন্দু শাস্ত্রে নাহি প্রীতি হিন্দুদের রীতি নীতি
কিছুতেই রুচি নাহি হয় ॥
হিন্দুর উপরে দ্বেষ হিন্দু নামে পায় ক্লেশ
হিন্দু বল্লে পায় বড় লাজ।
হিন্দু বলে পরিচয় দিতে মাথা কাটা হয়
হিন্দু হতে বড়ই নারাজ ॥
সাহেবের চাল চুল তাহে বড় অনুকূল
ভাল বাসে সাহেবী ধরণ।
পোষাক সাহেবী মত সাহেবী আহারে রত
মুখে সদা সাহেবী বচন ॥

কেমনে ভারত ভূমি জঠরে ধরিলে তুমি
এসকল কুষ্মাণ্ড সন্তান।
তোমার এদের হতে নাহি দেখি কোন মতে
হবে কিছু শ্রেয়ের বিধান॥
যাহার দেখিতে পাই স্বজাতিতে প্রেম নাই
তার নাই স্বদেশের মায়া।
স্বদেশের মায়া বিনা বাজে না উন্নতি বীণা
নাহি কৃপা করে বিষ্ণুজায়া (১)॥
যে দেখি এদের গতি ভারতের অধোগতি
কেন বা না হবে দিগম্বর।
স্বাধীনতা হারা হয়ে চির পরাধীন রয়ে
দুখভার বহিছে বিস্তর॥
আর না দেখিবে তুমি এমন উর্ব্বর ভূমি
স্বর্ণময় শস্যের অগার॥
কিন্তু দেখ চমৎকার হেথা সদা হাহাকার
উদরান্ন জুটে উঠা ভার॥
বিদেশিরা এই দেশে দেখ শুধু হাতে এসে
করে কত ধনের সঞ্চয়।
লয়ে যায় ধনরাশি যতেক ভারতবাসী
ফেল ফেল করে চেয়ে রয়॥

(১) বিষ্ণু জায়া বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মী।

যার হিন্দু মূল চ্ছেদ করিতে এতেক জেদ
তা হতে তোমার কিবা আশা।
বলিতে পেতেছি ক্লেশ ভাঙ্গিবে তা হতে শেষ
শিবধর্ম্ম ভজনার বাসা॥
সকল পাপের ঝুলি আরো আছে কত গুলি
তারা বড় লোক ভয়ঙ্কর।
বাহিরে এমনি ভাণ লোকে করে অনুমান
ঋষিরাজ বশিষ্ঠ সোদর॥
দেখিতে শিষ্টের সাজ গোপনেতে সব কাজ
চলে তার কিছু বাধা নাই।
ধরম না পায় স্থান যুকতির নাহি মান
জোড়া যার দেখিতে না পাই॥
যেখানে যেমন কাজ সেখানে তেমনি সাজ
বহুরূপী হার মেনে যায়।
লোক কাছে ঢাকা রয় আইনে না দোষ হয়
কার্য্য কালে এই ছুটী চায়॥
মিষ্ট ভাষে হরবোলা কাজ গুলি চাঁচা ছোলা
দোষ ধরে সাধ্য কার আছে।
সকলে ঠকাবে পণ সদা সেই দিকে মন
প্রতিপন্ন সকলের কাছে॥
খোসামুদী বিদ্যা নানা এত পাকা আছে জানা
সুরগুরু গুরু বলে মানে।

নহে মুগ্ধ যার মন না দেখি এমন জন
সে চাতুরী কেহ নাহি জানে ॥
সব চোখে ধূলি দিয়া কাজ লয় উদ্ধারিয়া
কেহ কিছু বুঝিতে না পারে।
যারা মানে ধর্ম্মবাধা তাহাদিগে বলে গাধা
বাহাদুর ভাবে আপনারে ॥
সব ধর্ম্মে অবিশ্বাস নাহি পরকাল আশ
ধর্ম্মপথে না করে প্রয়াণ।
ভেবে বল দেখি ভব হেন লোক হতে তব
কিবা আছে কাশীর কল্যাণ ॥
তব অধিকার স্থলে ঘটেছে সংসর্গ বলে
যে একটী সুরাপান দোষ।
বাড়িছে তাহার কোপ হয় তব রাজ্য লোপ
কিবা আর দেখ আশুতোষ ॥
যত রোগ জানা আছে রাজযক্ষ্মা রোগ কাছে
সব গিয়া জুটে বেঁধে দল।
তেমনি যেথায় সুরা সে স্থান পাপেতে পূরা
সুরা হতে যত অমঙ্গল ॥
শুন ওহে গুণনিধি তোমার ধরম বিধি
সুরাগন্ধ সহিতে না পারে।
কিবা ছিল কাশী ধাম কিবা হলো পরিণাম
যত পাপে দিল ছার খারে ॥

মনে পড়িতেছে বেশ এই কথা হলো শেষ
স্বপনের হলো অবসান।
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর আপদ বাড়িল ঘোর
হলো মোর আকুল পরাণ॥
কহিয়া স্বপন বাণী বড় ক্ষুব্ধ শূলপাণি
মনোদুখে মলিন বদন।
অনুচরে সম্ভাষিয়া কহিতেছে বিনাইয়া
নানামত খেদের বচন॥

বারাণসী বর্ণন।

বাছিয়া বাছিয়া বাছা মনোমত স্থান।
সাধ করে করেছিনু পুরী নিরমাণ॥
যেমন প্রশস্ত বাছা পুরী পরিসর।
তেমনি হেরিবে শোভা পরম সুন্দর॥
উত্তরে বরণা নদী জলদ বরণ।
কাশীতে আসিতে পাপে করিছে বারণ॥
দক্ষিণে বহিত নদী অসি নাম তার।
অসি হেন শোভে পাপে করিতে সংহার॥
শান্তনু ঘরণী (১) পূবে করিছে বিরাজ।
যারে হেরে দূর হতে কাঁপে কালরাজ॥
বহিছে উত্তর মুখে ত্রিপথগামিনী।
পাপে উত্তারিবে বলে উত্তরবাহিনী॥

---

(১) গঙ্গা।

ত্রিতাপহারিণী গঙ্গা দেবের দুর্লভ।
বর্ণিতে না পারে যারে কমলাবল্লভ॥
আ মরি হয়েছে শোভা কিবা চমৎকার।
বারাণসী গলে যেন মুকুতার হার॥
পড়িলে উদয় কালে অরুণ কিরণ।
জহ্নুসুতা পরে যেন কুঙ্কুম বসন॥
বরণা উত্তর হয়ে পশ্চিমাংশ দিয়া।
হইয়া দক্ষিণমুখ গিয়াছে চলিয়া (১)॥
চৌদিকে বহিত নদী চারু নিরমল।
শোভিত শশাঙ্কে যেন পরিধিমণ্ডল॥
দ্বীপের আকার ধরি পুরী বারাণসী।
গগনে শোভিত যেন পূর্ণিমার শশী॥
হেরিলে না হতো বল কার অনুমান।
বারাণসী ক্ষিতি ছাড়া হয়েছে নির্ম্মাণ॥
এখন পূর্ব্বের মত তত শোভা নাই।
দক্ষিণে বহিছে অসি দেখিতে না পাই॥
এখনো যে শোভা আছে বর্ণনে না যায়।
আর কোথা হেন শোভা কে দেখিতে পায়॥
এমন পামর কেবা আছে ত্রিভুবনে।
গঙ্গার ধারের শোভা নিরখি নয়নে॥

---

(১) কাশী ও বারাণসী উভয়ের সীমা এক নয়। কাশী পঞ্চক্রোশী। যাহারা পঞ্চ ক্রোশী করে, তাহারা পশ্চিমে বরণা ছাড়িয়াও কিয়দ্দূর গমন করিয়া থাকে।

মোহিত না হয় চিত্ত না হয় বিকল।
মনে মনে ভাবে হলো জনম সফল॥
বড় বড় বাড়ীগুলি বড় বড় মঠ।
আলো করে আছে যেন তটিনীর তট॥
পারে কি না পারে দশ শত মুখ ফণী।
বর্ণিতে ঘাটের শোভা ঘাটের গাঁথনী॥
প্রলয়ে যাবার নয়, যে হয়েছে ব্যয়।
হৃদয় চমকি উঠে যবে মনে হয়॥
যখন ধরমমতি বরে ধনিবরে।
প্রকৃতি পুরুষ হেন কত সৃষ্টি করে (১)।
না বাড়িলে ধর্ম্মে মতি না মাতিলে মন।
কে করে এতেক অর্থ জলে বিসর্জ্জন॥
সুধামাখা সৌধগুলি মনোহর সাজ।
হেরিয়া ধবলা গিরি পায় বড় লাজ॥
উঠিলে পূর্ণিমা চন্দ্র গগন মণ্ডলে।
পড়িলে সৌধের ছায়া জাহ্নবীর জলে॥
মনে পড়ে নাগলোক হেরে সেই ছায়া।
মনে হয় ভুজঙ্গের কি আশ্চর্য্য মায়া॥
অন্ধকার ভাল বাসে আলো দেখে ভয়।
অন্ধকার দিয়া তাই গড়েছে আলয়॥

---

(১) সাঙ্খ্য মত এই, প্রকৃতি পুরুষ যোগে সৃষ্টি হয়। প্রকৃতি সৃষ্টি করেন, পুরুষ সাক্ষিমাত্র। তিনি উদাসীন ও নির্লেপ।

সেই ঘর গুলি যেন যাইতেছে দেখা।
গঙ্গায় পাতালে যোগ পুরাণের লেখা (১)॥
হেথা দেবালয় কোথা কত রয়
কে করে গণনা তায়।
যাহার গঠন হেরিয়া নয়ন
ছেড়ে যেতে নাহি চায়॥
যার ক্ষোদকারী যে হেরে তাহারি
মনেতে উদয় হয়।
বিশ্বকর্ম্মা বিনা এমন রঙ্গিনা
রচনা হবার নয়॥
দেবতাপ্রতিমা যাহার মহিমা
জানে কাশীবাসী জন।
কত স্থানে কত শোভে অবিরত
নাহি হয় নির্ব্বচন॥

---

(১) কাশীতে গঙ্গার ধারের বাড়ীগুলি গঙ্গার উপরেই। জ্যোৎস্না রাত্রিতে তাহার প্রতিবিম্ব জলে পতিত হইলে দেখিতে বড় সুন্দর হয়। এস্থলে এই ভাবে বর্ণন করা হইয়াছে, সেগুলি যেন সর্পদিগের এক একটী স্বতন্ত্র বাড়ী। সর্পেরা অন্ধকার ভাল বাসে তাই যেন অন্ধকার দিয়া সেগুলির নির্ম্মাণ করিয়াছে। গঙ্গা বরাবর পাতালে গিয়াছেন। পাতালে উঁহার নাম ভোগবতী। অতএব গঙ্গার ভিতর দিয়া পাতালের ঘরগুলি দেখা আশ্চর্য্যের নয়।

যাহার অর্চ্চনা করে কত জনা
কত তার ধুম ধাম।
সন্ধ্যার সময় হেরে মনে লয়
এই ত স্বরগ ধাম॥
কত নিত্য ব্যয় সংখ্যা নাহি হয়
বার তিথি যোগ হলে।
বহে দান ধারা এমন সুধারা
শেষ নাহি হয় বলে॥
আছে যত্র তত্র কত অন্নসত্র
হেরিয়া হইবে সুখী।
করিয়া ভোজন জীবন ধারণ
করে কত দীন দুখী॥
কি কব বিশেষ নাহি হেন দেশ
যেথাকার লোক আসি।
করি নানা আশ নাহি বার মাস
হইয়াছে কাশী বাসী॥
হেথা ধনিগণ আছে অগণন
কুবের নহে তেমন।
কত ঘোড়া গাড়ি বড় বড় বাড়ী
দেখে সুখী হয় মন॥
সুরম্য প্রাসাদ হরয়ে বিষাদ
কত কত স্থানে আছে।

ইন্দ্রের ভবন দেখিতে শোভন
না হয় তাহার কাছে॥
কত বা বাজার গণে উঠা ভার
কত পণ্য দ্রব্য তায়।
কিবা শোভা তার নহে বর্ণিবার
নয়ন হেরে জুড়ায়॥
এত এক ঠাই কভু দেখি নাই
বুঝি সরসিজভব (১)।
সৃষ্টির কৌশল দেখাতে কেবল
একত্র করেছে সব॥

বারাণসীর পূর্ব্বতন অবস্থার বর্ণন।

এখানে আছিল কত বন উপবন।
ফল ফুলে সুশোভিত নিকুঞ্জ কানন॥
করিত বিহগগণ সুমধুর গান।
কোকিল পঞ্চম স্বরে দিত তাতে তান॥
গুঞ্জরিত অলিকুল নিকুঞ্জ মাঝারে।
বরষিত কর্ণে সুধা সুমধুর ধারে॥

(১) সরসিজভব ব্রহ্মা। ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে হন, পৌরাণিকেরা তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

ছিল কত সরোবর দেখিতে সুন্দর।
হেরিলে হিল্লোল যার জুড়াত অন্তর॥
যে সুখসাগরে নন্দী ভাসিত নয়ন।
সে সুখ না হয় হেরে গৌরীর বদন॥
কত শত শত দল কুমুদ কহ্লার।
করিত যে সরোবরে শোভার বিস্তার॥
সৌরভ ছুটিত চারি দিক আমোদিয়া।
যেথায় থাকিত অলি উঠিত মাতিয়া॥
লম্পট পুরুষ হেন হইয়া আকুল।
ফিরিত চৌদিকে করি এ ফুল ও ফুল।
সারস সারসী হংস হংসী কত আর।
জলচর পক্ষী সদা করিত বিহার॥
কি বা শোভা সরোবরে হেরিত নয়ন।
কামিনীর কিবা শোভা পরিলে ভুষণ॥
আহা মরি কিবা ছিল জলের আকার।
সাধুর হৃদয় সম অতি পরিষ্কার॥
বায়ুর হিল্লোলে যবে উঠিত তরঙ্গ।
একান্ত মোহিত মন দেখিয়া সে রঙ্গ॥
সদাই বহিত মন্দ সুগন্ধ পবন।
অমন্দ আনন্দে মন হইত মগন॥
কত স্থানে কত ঋষী কঠোর করিয়া।
করিত দারুণ তপ অশন ত্যজিয়া॥

কত স্থানে কত যোগী করি যোগাসন।
ধেয়ানে মগন হতো মুদিয়া নয়ন॥
কেহ বা নিদাঘ কালে জ্বালিয়া অনল।
করিত তপস্যা ঘোর করে কুতুহল॥
চৌদিকে অনল মাঝে বসিয়া আপনি।
মস্তক উপরে অগ্নি দেব দিনমণি॥
কেহ বা সলিলে দেহ করিয়া মজ্জন।
দুরন্ত হেমন্তে মন্ত্রে করিত সাধন॥
কেহ বা বরিষাকালে হয়ে স্থাণু (১) সম।
তপস্যা করিত দেহে হয়ে নিরমম॥
পড়িত সলিল ধারা বহিয়া শরীর।
বরিষার তরু যেন ক্ষরিতেছে নীর॥
কেহ বা নিয়ম যম শম দম বলে।
কাম ক্রোধ লোভ আদি যত রিপুদলে॥
জিনিয়া করিত তপ অতি ঘোরতর।
নিমেষের তরে মন না হতো কাতর॥
এক পদে দাঁড়াইয়া হেরিয়া তপন।
করিত তপস্যা কেহ উত্তাননয়ন॥
বিষয় বাসনা সুখ দূরে পরিহরি।
অনেকে করিত তপ ঊর্দ্ধবাহু করি॥
অনেকে গলিত পত্র করিত ভোজন।
অনেকের একমাত্র বায়ুর ভক্ষণ॥

(১) মড়া গাছ।

আছিল তপস্যাকালে এক আলম্বন।
যাহাতে সুখেতে হতো জীবন ধারণ॥
স্মরিলে একান্ত মনে সেই পরাবরে।
বরিষে পীয়ূষ ধারা ক্ষুধা তৃষ্ণা হরে॥
এই বারাণসী ছিল সাধুর আবাস।
অসাধু জনের হেথা পূরিত না আশ॥
সর্ব্বে ছিল সত্যবাদী সত্যপরায়ণ।
মিথ্যাকে করিত ভয় ভুজঙ্গ যেমন॥
কারে বলে হিংসা হেথা জানিত না কেহ।
পরস্পরে ছিল যেন ভেয়ে ভেয়ে স্নেহ॥
সবার সরল বুদ্ধি পরহিতে রতি।
কাহাকে বঞ্চনা করে ছিল না এ মতি॥
হেরে পরনারী কারো হইত না ক্ষোভ।
পরের কিছুতে কেহ করিত না লোভ॥
পাপ চিন্তা পাপ কাজ পাপ সম্ভাষণ।
এখানে ছিল না নন্দী পূর্ব্বেতে কখন॥
ধর্ম্মের আছিল জয় ধর্ম্ম নরপতি।
করিত রাজত্ব হেথা হয়ে স্থিরমতি॥
ধর্ম্মের বাজিত ডঙ্কা ধর্ম্ম অনুচর।
ধর্ম্মের সৈনিক সব ধর্ম্মের কিঙ্কর॥
বারাণসী রাজধানী অদ্ভুত আকার।
বরণা জাহ্নবী অসি পরিখা তাহার॥

অধর্ম্মের কি শকতি পরিখা লঙ্ঘিয়া।
এখানে প্রবেশ করে সাহস করিয়া॥
সকলেই সুখে ছিল সত্ত্বের প্রভাবে।
রজ তম গুণ দোহে ছিল দীনভাবে॥
অন্নদার কৃপাবলে এখানে কাহার।
ছিল না অন্নের চিন্তা আনন্দ সবার॥
পশু পক্ষী কীট আদি জীব জন্তুগণ।
সবাই এখানে ছিল আনন্দে মগন॥
সকলি আনন্দময় আনন্দ বিভব।
সদা আনন্দের ধ্বনি আনন্দ উৎসব॥
নিরানন্দ নহে কেহ কাশীর ভিতর।
সদা শব্দ ছিল মুখে বম বম হর॥
হেরে বারাণসী পুরী আনন্দ ভবন।
সাধে রেখেছিনু নাম আনন্দ কানন॥
যারা নন্দী বার মাস এখানে করিত বাস
তাহাদের আনন্দের কথা।
পাঁচ মুখে কব কিবা অপরে বা কি বর্ণিবা
অনন্ত বর্ণিতে পান ব্যথা॥
যাহাতে আনন্দ হয় সেই কাজে সদা রয়
দুঃখ সহ ছিল না সম্ভাষ।
বিষয় বাসনা ক্লেশ ছিল না তাহার লেশ
সদা ছিল সাধুসহ বাস॥

সদা সাধু আলাপন সাধু কার্য্য আলোচন
সাধু চিন্তা হৃদয়ে সদাই।
সাধুর সুখেতে সুখ সাধুর দুখেতে দুখ
মুখে সাধু কথা বই নাই॥
দ্বিতীয় মৃত্যুর দ্বার ভিক্ষা এই নাম যার
তাহে ঘৃণা ছিল অতিশয়।
ক্ষুধা হলে প্রাণহন্তা তবুও তাহার পন্থা
করিত না কখন আশ্রয়॥
হেথা গৃহী ছিল যারা যে কাজ করিত তারা
সারাদিন ভক্তিতে কেবল।
তাহাতে আনন্দময় যার মন নাহি হয়
হেন জন আছিল বিরল॥
উঠি শয্যা পরিহরি অভীষ্ট দেবতা স্মরি
ব্রাহ্ম নাম মুহূর্ত্ত সময়।
নিত্য ক্রিয়া সমাপিয়া চলিত হর্ষিত হিয়া
জপি শিবনাম সুধাময়॥
করি চিত্তসমাধান করিতে জাহ্নবী স্নান
ভক্তিভাবে হতো উপনীত।
মণিকর্ণিকার ঘাট যারে মুকতির হাট
শাস্ত্রে বলে নহে বিপরীত॥
যেথা যত তীর্থ আছে মণিকর্ণিকার কাছে
অরে বাছা কোন তীর্থ নয়।

যেখানে করিতে স্নান দেবেরা না পায় স্থান
হেন তীর্থ আর কিরে হয়॥
সমাপিয়া যথাবিধি অশেষ মঙ্গলনিধি
সন্ধ্যা আদি তর্পণ পূজন।
বিভূতি লেপন করি যেতো শিবরূপ ধরি
করিবারে দেব দরশন॥
বারাণসী গুণধাম ভক্তের পুরিতে কাম
হেন স্থান দেখিতে না পাই।
হেথা তিলমাত্র ভূমি কোথা না দেখিবে তুমি
যেথা তীর্থ দেবমূর্ত্তি নাই॥
আছে বা শকতি কার সব তীর্থ দেখিবার
প্রতিদিন কে দেখিতে পারে।
মনের আনন্দ ভরে দুখ না গণনা করে
ভ্রমে নানা দেবের দুয়ারে॥
নানা দেব আরাধন তাহাতে এমনি মন
বেলা হলো নাহি সে সম্বিৎ।
এদিকেতে বিবস্বান্ ক্রমে হয়ে আগুয়ান
মস্তক উপরে উপনীত॥
হেরিয়া ভকতি রস হইল বিস্ময়বশ
আর তার রথ নাহি চলে।
গগনের মধ্যভাগে রথ রাখি অনুরাগে
দেখিতে লাগিল কুতূহলে॥

ওদিকে গৃহস্থগণ করি তীর্থ পর্য্যটন
গেল নিজ নিজ নিকেতন ।
সেথা আর এক ধারা বিমল আনন্দ ধারা
ভুঞ্জিতে লাগিল অনুক্ষণ ॥
সংসার সুখের সার পতিব্রত প্রিয়দার
আছে ঘরগুলি আলো করে ।
হেরিয়া তাহার মুখ উথলে অতুল সুখ
যাহে সব মনোদুখ হরে ॥
যার ঘরে আছে সতী যথা দেবী অরুন্ধতী
তার সম কেবা সুখী আছে ।
যে হয় অভাগা জনা সতী পতিপরায়ণা
কভু নাহি যায় তার কাছে ॥
যার ঘরে পতিব্রতা তার সুখ যথা তথা
খেতে শুতে বসিতে সদাই ।
পতিব্রত প্রিয়দার তার সম বন্ধু আর
কভু নন্দী দেখিতে না পাই ॥
পতিব্রতা মুখকান্তি হেরে হয় দুখ শান্তি
বিপদের ঘোর পারাবারে ।
পূরাইতে মনস্কাম বিস্রম্ভ সুখের ধাম
পতিব্রতা বিনা কে বা পারে ॥
দারুণ দুঃখের দিবা সুখের রজনী কিবা
সর্ব্বকালে দেখি সমভাব ।

সব কাজে অগ্রসর সদা হয় সহচর
কভু নাই প্রণয় অভাব॥
পর পুরুষের সনে আদি রস আলাপনে
পতিব্রতা বড়ই কৃপণ।
পতি অস্ত যার প্রাণ পতি অস্ত যার মান
পতিগতি যার এই পণ॥
হেরে পতিব্রতা রীতি দেখাতে তাহাতে প্রীতি
দেখ নন্দী লইয়া উমায়।
দেখেছি অর্দ্ধাঙ্গ করে যে আছি আনন্দ ভরে
তাহা আর কহিব কাহায়॥
জায়াকে অর্দ্ধাঙ্গ কয় এ কথা কাজের নয়
আমি বলি আরো কিছু বাড়া।
এক আত্মা এক মন জীবন স্বর্ব্বস্ব ধন
এক প্রেম দেহমাত্র ছাড়া॥
জনকতনয়া সতী দময়ন্তী গুণবতী
সাবিত্রীপ্রভৃতি সাধ্বীগণ।
দেখায়েছে সতীধর্ম্ম বুঝায়েছে তার মর্ম্ম
আপনারা হয়ে নিদর্শন॥
গৃহী সেই সতী সনে করিত একান্ত মনে
মাধ্যাহ্নিক দেবতা অর্চ্চন।
করিত মধ্যাহ্ন স্নান বৈশ্বদেব বলি (১) দান
হোম আদি ক্রিয়া সমাপন॥

চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় যাহা কিছু উপাদেয়
যথাসুখ করি উপযোগ (১)॥
ক্ষণিক বিশ্রামভব করি সুখ অনুভব
পুন এক আনন্দ সম্ভোগ॥
ষষ্ঠ ও সপ্তম বেলা ভাসাত সুখের ভেলা
ইতিহাস পুরাণ শ্রবণে।
হলে দিবা অবসান সান্ধ্যবিধি অনুষ্ঠান
বিভাবরী গৃহিণীর সনে॥

বারাণসীর বর্ত্তমান অবস্থা।

সত্য হলো দেখি নন্দী স্বপনের কথা।
ভাবিতেছি মনে যত পাইতেছি ব্যথা॥
এমনি হয়েছে বাছা সব বিপর্য্যয়।
কাশীরে সে কাশী বলে নাহি বোধ হয়॥
কোথা সেই মনোহর বন উপবন।
কোথা সেই সরোবর নিকুঞ্জ কানন॥
কোথা সে পাখির রব শুনিতে সুন্দর।
কোকিল কাকলী কোথা কোথা সে ভ্রমর॥

নের পূর্ব্বে বিশ্বদেবের উদ্দেশে যে অন্নাদিদান করা হয়, তাহার নাম বৈশ্বদেব বলিদান। বলি শব্দের অর্থ উপহার। বৈশ্বদেব শব্দের অর্থ বিশ্বদেব সম্বন্ধী।

কোথা সেই যোগিগণ মুদিতনয়ন।
কোথা সেই যজ্ঞকুণ্ড কোথা যোগাসন॥
কোথা সে বিশুদ্ধচিত্ত উদার আশয়।
দয়ার সাগর সাধু সরলহৃদয়॥
এখন তাহার কিছু দেখিতে না পাই।
তপস্যা যোগের আর নাম গন্ধ নাই॥
শিথিল হতেছে ক্রমে বৈদিক আচার।
কেশের বেশের এক নূতন আকার॥
ইঙ্গরেজী পড়ে যারা না মানে আমায়।
পাথরে পূজিলে বলে কি বা লাভ তায়॥
আমারে না মানে তারা গঙ্গারে না মানে।
গঙ্গারে সামান্য নদী বলে তারা জানে॥
অনল পবন যম বরুণ বাসব।
সূর্য্য চন্দ্র সুরগুরু বিরিঞ্চি কেশব॥
এ সবে কল্পিত বলে করে উপহাস।
বলে এরা বামুনের বুদ্ধির বিকাশ॥
যে দেখি আকার নন্দী ভদ্র নাই আর।
কাশী হতে গেল বুঝি মম অধিকার॥
এ নহে বঙ্গলা দেশ এই এক আশা।
এথাকার প্রিয় নয় ইঙ্গরেজী ভাষা॥
এখানে যাদের লক্ষ্মী বহুকেলে বাস।
তাদের বুদ্ধির নাহি তেমন বিকাশ॥

খোট্টা জেতে বুদ্ধি মোটা সর্ব্ব লোকে কয় ।
আমিও দেখিতে পাই কথা মিছা নয় ॥
মোটা খা (ও) য়া মোটা পরা মোটা কাজ করা ।
ইথে বুদ্ধি মোটা হয় কথা আছে ধরা ॥
শরীর ধরণ দেখে বুদ্ধি অনুমান ।
খোট্টার শরীর হয় বুদ্ধির প্রমাণ ॥
যেমন শরীর বুদ্ধি তার অনুগুণ ।
আহার আকার গুণে হয় রূপ গুণ ॥
খোট্টার বুদ্ধির স্থান হরিয়াছে বল ।
সদাই বলের কাজ দেখিবে কেবল ॥
মারামারি কাটাকাটি তাহাতে নিপুণ ।
খোট্টারে বিধাতা বাম দেছে এই গুণ ॥
বসতি নীরস দেশে শরীর নীরস ।
মস্তিষ্ক নীরস কিসে বুঝিবে সরস ॥
বুদ্ধি মোটা হলে যত থেকে থাকে দোষ ।
খোট্টার সকলি আছে নিদর্শন রোষ ॥
দয়া মায়া নাই বড় কথা গুলো কটু ।
স্বার্থের সাধনে দেখি বিলক্ষণ পটু ॥
বুদ্ধি না হইলে সরু ইঙ্গরেজী ভাষা ।
ভালরূপ শিখিবার নাহি থাকে আশা ॥
মার্জ্জিত না হলে বিদ্যা চির সমস্কার ।
দূরে নাহি যায় দেখি কখন কাহার ॥

অবিদ্যা প্রস্থান করে বিদ্যা আগমনে।
অন্ধকার যথা যায় দীপদরশনে॥
চিরকেলে রীতি নীতি আচার ব্যভার।
তাহাতে খোট্টার দেখি ভকতি অপার॥
রেখামাত্র ব্যতিক্রম নাহি করে তার।
শুনিলে বিপ্লব কথা ধরে তলবার॥
ইঙ্গরেজী বিদ্যা হয়ে ইহার অন্যথা।
করিবে তুমি কি ভাব সেটি সোজা কথা॥
ইঙ্গরেজী শিখে যারা সুচরিত হয়।
ইঙ্গরেজী গুণ গুলি যারা লুভে লয়॥
প্রাণান্তে দোষের দিকে নাহি করে মন।
সতত সুপথে যারা করে বিচরণ॥
তারা মোর তত নহে দুঃখের কারণ।
তাহাদের আছে বহু গুণ আভরণ॥
ভাল মন্দ বিবেচনা হিতাহিত বোধ।
মাতা পিতা গুরুজনে করে উপরোধ॥
মিথ্যাতে বড়ই ঘৃণা সত্যের আদর।
হেরিলে পরের দুখ হৃদয় কাতর॥
সমাজ হইলে সুখী মানে নিজ সুখ।
ভাল কাজে কভু তারা না হয় বিমুখ॥
আগাপাছা ভেবে তারা করে সব কাজ।
দৈবাত হইলে ভ্রম পায় বড় লাজ॥

এরূপ চরিত্র যদি হয় সবাকার ।
কি কাজ স্বর্গেতে বল কিবা স্বর্গ আর ॥
পৃথিবীই হয় স্বর্গসুখের নিদান ।
সে সুখের কভু নাহি হয় পরিমাণ ॥
সকলেই হয় সুখ সাগরে মগন ।
পৃথিবীতে নাহি থাকে দুঃখের ভাজন ॥
যাহার ঈশ্বরে সদা অচলা ভকতি ।
যাহার ঈশ্বর বিনা নাহি অন্য গতি ॥
ঈশ্বরে নয়ন মন ঈশ্বর ধেয়ান ।
ঈশ্বর জীবন ধন ঈশ্বর জ্ঞেয়ান ॥
ভাই বন্ধু পিতা মাতা সকলি ঈশ্বর ।
ঈশ্বর প্রণয়ে পূর্ণ সদা কলেবর ॥
শ্রবণ ঈশ্বর বিনা না করে শ্রবণ ।
নয়ন ঈশ্বর বিনা না করে দর্শন ॥
চরণ ঈশ্বর কাজে ধাইয়া বেড়ায় ।
হৃদয় ঈশ্বর বিনা আর নাহি চায় ॥
ঈশ্বর কাজেতে সদা হস্ত আগুয়ান ।
রসনা ঈশ্বরনাম সুধা করে পান ॥
যাহার ঈশ্বরে আছে এ হেন সুমতি ।
সে যদি না ভজে অন্য দেবের মূরতি ॥
তাহাতে কি দোষ আছে কহ বিচারিয়া ।
হাবু ডুবু খায় মূর্খ না পায় ভাবিয়া ॥

পরাৎপরে সবে যদি করে আরাধনা।
তাহাতে আমার নাই মনের বেদনা॥
মনের বেদনা এক হয়েছে বিষম।
ক্রমেই বাড়িছে তার নাহি উপশম॥
সুতপ্ত শল্যের মত দহিছে সদাই।
কিসে শান্তি হবে তার ভাবিয়া না পাই॥
দিন দিন বাড়িতেছে পাষণ্ডের দল।
তাহাদের পাপ ভরে কাশী টলমল॥
কত মত ভেক করি করিছে ভ্রমণ।
কত ছলে করে তারা জীবিকা অর্জ্জন॥
কেহ দণ্ডধারী কারো ভিক্ষুকের বেশ।
মৃত্তিকা লেপেছে কেহ জুড়ে ভাল দেশ॥
জটাচীর বাস কারো কৌপীন ধারণ।
তুম্ব হাতে পরা কারো গেরুয়া বসন॥
কারো ভাব দেখে নন্দী এই লয় চিত্তে।
কাশীতে এসেছে যেন পাপী তরাইতে॥
কেহ বা এমনি ভাব দেখাইতে চায়।
এসেছে ব্রহ্মণ্য যেন ধরে দিব্য কায়॥
কাহারো মুখেতে সদা শব্দ ববম।
দেখে তারে কাশীনাথ বলে হয় ভ্রম॥
বাহিরে ধার্ম্মিক এরা জগত বঞ্চক।
হৃদয় অশুচি যেন সাক্ষাত নরক॥

গোপনে না চলে হেন কাজ কিছু নাই ।
রাঁড় ভাঁড় গাঁজা গুলি দোসর সদাই ॥
অবিদ্যার নাশ হয় বারাণসী পুরে ।
এদের অবিদ্যা নাশ গেছে নন্দী ঘুরে !
এক এক অবিদ্যার মজেছে মায়ায় ।
ক্ষণেক না ভাবে শেষে কি হবে উপায় ॥
অনেক পাষণ্ড আছে বটে সব ঠাঁই ।
এমন পাষণ্ড কিন্তু আর কোথা নাই ॥
হৃদয় পাপেতে ভরা এ বিষম দায় ।
ধর্ম্মের কঞ্চুক পরে স্বচ্ছন্দে বেড়ায় ॥
চোখে ধুলি দিয়া সেধে লয় নিজ কাজ ।
জানিতে পারিলে লোকে নাহি তায় লাজ ॥
হাজার বরষ কর ভাগীরথী স্নান ।
গায়েতে মৃত্তিকা মাখ পর্ব্বত সমান ॥
হৃদয় না শুচি হলে না হইবে ফল ।
যা কর অশুচি হৃদে সকলি বিফল ॥
কুচিন্তা কুতর্ক কুৎনা কুভাব কুমতি ।
কুতন্ত্র কুচক্র কূট কার্য্যে যার রতি ॥
ধরম করমে তার কি বা আছে ফল ।
কোন কাজে লাগে বল মরুভূমে জল ॥
ছলনা চাতুরী বেগে হৃদয় যাহার ।
কুমারের চাক মত ঘুরে অনিবার ॥

ধরম করমে তার কি বা আছে বল।
ফলে কি বিষের বৃক্ষে সুধাময় ফল॥
অধর্ম্মের হেথা নাহি ছিল অধিকার।
বারাণসী ধর্ম্মরাজ্য ধর্ম্মের সংসার॥
এ সব নাশিতে ধর্ম্মে অধর্ম্মের খেলা।
যে দেখ পাষণ্ড দল সব তার চেলা॥
ক্ষিতি মাঝে আছে বটে অনেক কপট।
ভেকধারি মত নন্দী! কেহ নয় শঠ॥
কপট কঞ্চুকে ঢাকা ইহারা সদাই।
না করে এমন কাজ দেখিতে না পাই॥
নানা স্থানে এরা আছে রূপ ধরে নানা।
দেখিতে এদের মুখ মনু করে মানা॥
বিড়াল তপস্বী আর বক ব্রত ধারী।
কত স্থানে কত আছে বলিতে না পারি॥
এই দলে মরা গাঙ কুমীরের মত।
পূরেছে পূরিছে কাশী দেখ অবিরত॥
স্বার্থ বিনা এ দলের চিন্তা নাই আর।
এদের হতেই কাশী হবে ছার খার॥
পরস্পরে দ্বেষ হিংসা কলহ কন্দল।
ছিল না আগেতে ছিল আনন্দ কেবল॥
যে এক হেরিছ নন্দী! দলাদলি মেঘে।
সহস্র পাপের ধারা বরষিছে বেগে॥

ইহাই হইবে কাল নাশিবে সকল।
ভাসাইবে বারাণসী যাবে রসাতল॥
অসূয়া মৎসর মদ দম্ভ অভিমান।
জিগীষা বিদ্বেষ ঈর্ষ্যা অসাধু সম্মান॥
নিজগণে পক্ষপাত আত্মীয় বিচ্ছেদ।
অসৌজন্য অবিনয় বৃত্তির উচ্ছেদ॥
গুণির উৎসাহ ভঙ্গ নির্গুণে আদর।
মহাপাপী মূর্খজনে পূজা আড়ম্বর॥
পরনিন্দা পরদ্রোহ পরপরীবাদ।
না পূরিলে মনোরথ পরম বিষাদ॥
ছলনা বঞ্চনা মিথ্যা শঠতা চাতুরী।
পরে অপমান করে করা বাহাদুরী॥
এতেক যতেক আছে পাতক সকল।
দলাদলি জলধরে বর্ষিছে কেবল॥
কি পাপ করিনু নন্দী! বুঝিতে না পারি।
কি পাপে কাশীতে পাপী হলো নরনারী॥
পাপের তরঙ্গ দেখে এই মনে লয়।
কাশী ত টেকে না আর ভরাডুবি হয়॥
কি কব কহিতে গেলে বুক ফেটে যায়।
সার গেছে শুধু আছে ঠাটটী বজায়॥
যেরূপ দলিছে এরে পাপরূপ ষাঁড়।
কর্পূর উবিয়া গেছে পড়ে আছে ভাঁড়॥

কাশী সর্ব্বসুখালয় যে দিন পত্তন হয়
সেই দিন অবধি সকল।
বেশ পাড়িতেছে মনে না বুঝিবে অন্যজনে
হইয়াছে কতই বদল॥
কালে কালে কত হয় কালে পুন পায় লয়
নদনদী পর্ব্বত নগর।
এর যে মরম জানে সে বুঝিবে অনুমানে
বারাণসী ঘটনা বিস্তর॥
হয়ে গেছে কত ভূপ বুদ্ধি যার যেইরূপ
সেইরূপ রাজনীতি তার।
কেহ বা পেলেছে প্রজা যেমন ঔরস প্রজা
কেহ বা করেছে অত্যাচার॥
কেহ যথা রাজধর্ম্ম বুঝিয়া তাহার মর্ম্ম
সুনিয়ম করেছে স্থাপন।
কেহ ছাড়ি ধর্ম্মপথ পূরাইতে মনোরথ
বিপথেতে করেছে গমন॥
প্রজার ধর্ম্মের হানি হয়েছে মনের গ্লানি
ভ্রষ্টভাব কৌলিক আচার।
দেখ তার নিদর্শন মুসলমান রাজগণ
করিয়াছে কিবা ব্যবহার॥
অনেকে এ কথা বলে যবন সংসর্গ বলে
হিন্দু স্থানে যত হিন্দুগণ।

হয়েছে আচারভ্রষ্ট স্বভাব হয়েছে নষ্ট
স্পষ্ট তার আছে নিদর্শন॥
বড় নাই বাছাবাছি যবনের কাছাকাছি
প্রণামাদি বহু আচরণ।
যবনের একাসনে বসিয়া সানন্দ মনে
পানপানী চলে বিলক্ষণ॥
বিলাস সুখের তরী যবন উদরম্ভরি
পর সুখ দুখে বড় নয়।
সাধারণ হিত কাজ সাধিতে মাথায় বাজ
পড়ে যেন দেখে বোধ হয়॥
খোট্টারা শিখেছে তাই সতত দেখিতে পাই
সাধারণ হিত কথা হলে।
অমনি বধির হয় তার নাম নাহি লয়
কড়াকড়ি নাহি দেয় মলে॥
এই বারাণসী ধামে অনেকে অনেক নামে
করিয়াছে নানা কারখানা।
করেছে অনেক পাপ পেয়েছে অনেক তাপ
সকল আমার আছে জানা॥
কিন্তু এত পাপ বৃদ্ধি মলিন পুণ্যের ঋদ্ধি
আগে আমি কভু দেখি নাই।
নিহারি যে দিকভাগে পাপ যেন আগে আগে
পাপ ছাড়া দেখিতে না পাই॥

বহিছে মদের স্রোত পড়িয়া বিবেক পোত
সেই স্রোতে হতেছে মগন।
গাঁজা গুলি মহারঙ্গে লয়ে সহচর সঙ্গে
চতুর্দ্দিকে করিছে ভ্রমণ॥
বারাণসী পুণ্য দেশ করে এই ব্যপদেশ
যেথা ছিল পাতকী যতেক।
স্বদেশে না পেয়ে স্থান হয়ে সেঁথা অপমান
জুটিয়াছে করে এক এক॥
তার এক নিদর্শন বঙ্গবাসী যত জন
হেথা আসি করিয়াছে বাস।
তাহাদের আচরণ যদি কর দরশন
সমুদায় হইবে প্রকাশ॥
যথার্থ যাহাকে বলে সাধু এ অধম দলে
নাই প্রায় সব দেখি ভুরা।
হৃদয় পাপেতে ভরা ধরম কঞ্চুক পরা
সেই সব লোকে দল পূরা॥
বিধাতা বুঝিয়া মর্ম্ম ব্রাহ্মণের ষট কর্ম্ম
যজন যাজন অধ্যয়ন।
অধ্যাপন আর দান প্রতিগ্রহ অবসান
যতনে করেছে বিতরণ॥
সর্ব্বগুণ নিকেতন বঙ্গবাসী দ্বিজগণ
বিধাতার হইয়া বিধাতা।

পাঁচটী দিয়াছে ছেড়ে শেষটী নিয়াছে কেড়ে
তাহে পূর্ণ ষটকর্ম্ম খাতা॥
দাও দাও এই বাণী ক্ষণ স্থির নহে পাণি
সদা ব্যগ্র করিতে গ্রহণ।
চরণ সুস্থির নয় সদা ধাবমান হয়
অতিশয় বিব্রত নয়ন॥
কিসে মান অপমান না আছে তাহার জ্ঞা
তেজস্বিতা আকাশ কুসুম।
কাজেতে পুরুষকার কিছু নাহি দেখাবার
বাক্যে আছে বিলক্ষণ ধুম॥
এমনি ইন্দ্রিয় জয় তাহা বর্ণিবার নয়
পরাশর দেখে পায় ভয়।
নিজ কুটুম্বিনীগণে কৃপা করি বিতরণে
ব্যাসদেবে করিয়াছে জয়॥
এমন অসার লোক দেখে উপজয়ে শোক
নাহি আছে ক্ষমতার লেশ।
একি দেখি বিপরীত নাহি বুঝে নিজ হিত
পরহিত কথা মাত্র শেষ॥
যেখানেতে করে বাস নরকের হয় ত্রাস
দেখে তার আকার সৌষ্ঠব।
তাহার উন্নতি তরে কভু না যতন করে
কেবা পারে থাকিতে বিভব॥

এ অপদার্থের দলে ধরা ধরে কিবা বলে
কবে এরা যাবে রসাতল।
দেখিতে মানুষ বটে মনুষ্যত্ব নাহি ঘটে
মানুষের কলঙ্ক কেবল॥

পাপির প্রতি বিশ্বেশ্বরের বিলাপপূর্ণ উপদেশ।

যদি কভু গণা যায় আকাশের তারা।
শোষিতে সাগর বারি যদি যায় পারা॥
করে করে গিরি যদি তুলে যায় ধরা।
শিরে করে কভু যদি বহা যায় ধরা॥
তবু নাহি গণা যায় জীবের বিপদ।
ক্ষণেকে বিপদ যার ক্ষণেকে সম্পদ॥
শরীর ক্ষণের ধ্বংসী ব্যাধিবিষে ভরা।
জর জর করে তারে কীটরূপ জরা॥
শত শত উপসর্গ কত আছে আর।
কখন্ কি ঘটে বলে সাধ্য আছে কার॥
অরে পাপী মূঢ় নর না কর বিচার।
এমন অসার দেহে এত অহঙ্কার॥
মাতিয়া বিভবমদে করিতেছ পাপ।
ভয় ডর নাহি কিছু নাহি পরিতাপ॥
কিসের গৌরব এত বুঝিতে না পারি।

বুঝালে না বুঝ এ ত জ্বালা হলো ভারি ॥
যদি না বুঝিতে পার কি ঘটিবে মলে ।
ইহকাল ভেবে দেখ কি ছিলে কি হলে ॥
এতেকে প্রবোধ যদি না হয় তোমার ।
চেতনা হইবে কিসে বুঝা হলো ভার ॥
আপন মনের আর শরীরের ভাব ।
বারেক করিয়া তুমি দেখ অনুভাব ॥
ক্রমে ক্রমে হতে গেলে দেখি ভীমরতি ।
এখন ত পাপ কাজে দেখি বেশ মতি ॥
বয়স বাড়িছে যত যাইতেছে দিন ।
আয়ু সহ দেহ তত হইতেছে ক্ষীণ ॥
মনে সে উৎসাহ নাই অঙ্গে নাই বল ।
অবশ জড়ের মত হয়েছে সকল ॥
যতেক ইন্দ্রিয় দেহে সুখের দুয়ার ।
তাদের পূর্ব্বের মত তেজ নাই আর ॥
রূপ রস গন্ধ আদি ইন্দ্রিয় বিষয় ।
পূর্ব্বের সে গুলি বলে মনে নাহি লয় ॥
কোথা গেল সে অদ্ভুত মোহনী শকতি ।
সে মাধুরী সে চাতুরী সে চারু মূরতি ॥
তেমন ইন্দ্রিয়গণ না হয় চঞ্চল ।
তেমন মাতে না মন না হয় বিকল ॥
বিষয়ের আকর্ষণ প্রকৃতি কে যেন ।

হরিয়া লয়েছে মনে বোধ হয় হেন ॥
আগেতে বিষয় বনে প্রবেশি নয়ন।
দুরন্ত শিশুর মত করিত ভ্রমণ ॥
মুহূর্ত্তেকে একে একে দেখে নিত সব।
এমনি মাতিত যেন পিয়েছে আসব ॥
সম ভাবে স্থূল সূক্ষ্ম দোহার অন্তর।
হেরিত ক্ষণের তরে হতো না কাতর ॥
এখন চোখের দশা কি কহিব হায়।
সহজে বিষয় বনে যাইতে না চায় ॥
বাতের রোগির মত যেতে হয় কষ্ট।
যাইয়া হইয়া পড়ে ক্ষণেকে আড়ষ্ট ॥
এমনি হয়েছে তার মেধা বিপর্য্যয়।
সূক্ষ্ম বস্তু আছে বলে স্মরণ না হয় ॥
কর্ণের আছিল যবে শৈশব সময়।
ছোট ছোট শব্দ সহ কেমন প্রণয় ॥
সে প্রণয় গেছে চলে বয়সের গুণে।
তাহাদের কথা আর ভ্রমে নাহি শুনে ॥
নাসার তামাসা বড় হয়েছে এখন।
কে যেন করেছে তারে ঘোর অচেতন ॥
সৌরভ গুণের বল করিতে বিচার।
শুনিবে সিদ্ধান্ত কথা অতি চমৎকার ॥
রসনা রসের স্বাদে হয়েছে বঞ্চিত।

ভাল রস তার কাছে বিষম লাঞ্ছিত ॥
চরণ চলিতে নারে আপনার ভারে।
সে শরীরভার আর বহিতে কি পারে ॥
যে শরীর বহা তার ছিল অতি সোজা।
এখন হয়েছে তাহা বিশমণী বোঝা ॥
কলের শরীর এই কথা লোকে কয়।
হাতেতে হতেছে তার বেশ পরিচয় ॥
কল বিগড়িয়া গেছে নাহি আর বল।
হয়েছে শিলার মত একান্ত অচল ॥
তবু পাপে অনুরাগ বেশ দেখা যায়।
ভুলেও ভাব না পরে কি হবে উপায় ॥
শৈশব যৌবন প্রৌঢ় এই তিন কাল।
মনে করে দেখ, যদি ঘুচে ভ্রম জাল ॥
ক্ষণে ক্ষণে হইতেছে কতই বদল।
এতেও কি রয় আর অহঙ্কারবল ॥
এতেও কি পাপ কাজে আরো যায় মন।
আর কত কাল রবে মুদিয়া নয়ন ॥
দেহের অনিত্য ভাব হেরে ধীরগণ।
দূরে পরিহরে পাপ করিয়া যতন ॥
পুণ্যের হিল্লোলে যেবা সুখভোগ করে।
বুঝিবে মরম তার কিবা পাপি নরে ॥
কি ছিল সুখের আহা শৈশব সময়।

হয় না কি মনে হলে ব্যাকুল হৃদয় ॥
বিষয়ে বিরাগ কিম্বা ছিল না অরুচি ।
সরল কোমল চিত্ত সদা ছিল শুচি ॥
সতত উঠিত হৃদে আনন্দ উচ্ছ্বাস ।
যা দেখিতে যা করিতে হইত উল্লাস ॥
সামান্য কারণে তত মনের আমোদ ।
সামান্য কারণে তত দুঃখের বিনোদ ॥
সামান্য কারণে তত নয়নের জল ।
সামান্য কারণে তত হাস্য খল খল ॥
আর কি তেমন হবে ভাবহ অন্তরে ।
সে সব চলিয়া গেছে জনমের তরে ॥
কখন্ কি হয় এই চিন্তা ঘোরতর ।
বিষ হেন কলেবরে করে জর জর ॥
সংসারের সব সুখ নাশের নিদান ।
সে চিন্তা শিশুর হৃদে নাহি পায় স্থান ॥
তাই শিশু সদা সুখী সদানন্দময় ।
তাহার সুখের কভু তুলনা না হয় ॥
বৃদ্ধ কালে সে সুখের কিবা আছে আশা ।
চিন্তা সহ সদা তার বড় ভাল বাসা ॥
যে শরীরে চিন্তাবিষ করেছে প্রবেশ ।
নিশ্চয় জানিবে তার নাহি সুখ লেশ ॥
চিন্তার সমান নাই বিষম বিপাক ।

শরীর মনেরে দোহে করে ফেলে থাক ॥
ঠাটটী বজায় থাকে অস্থি চর্ম্ম ঢাকা ।
দেহের ভিতর কিন্তু হয়ে যায় ফাকা ॥
বাল্যে না পরশে দেহ চিন্তা হলাহল ।
শরীর মানস তাই উভয় সবল ॥
বার্দ্ধকে মনের সুখ কিছু মাত্র নাই ।
দেহ অতি দুরবল অসুস্থ সদাই ॥
পৃথিবী হইতে সূর্য্য যত দূরতর ।
শৈশবে বার্দ্ধকে দোহে তেমনি অন্তর ॥
কোন অংশে উভয়ের না হয় মিলন ।
উভয়ে মিলিবে হেন কি আছে লক্ষণ ॥
এক হলো পর্ব্বতীয় নদের সমান ।
শিলা ভেদ করে বেগে হয় ধাবমান ॥
উল্লম্ফ প্রলম্ফ আদি নানা গতি তার ।
হেরিলে সন্তোষ বড় জনমে আত্মার ॥
অপরে হেরিবে মজা তরঙ্গিণী ভাব ।
না আছে তরঙ্গ রঙ্গ স্রোতের প্রভাব ॥
জনমিছে নানা কীট পচিতেছে জল ।
বাড়িছে ক্রমেতে দাম শেওলা কেবল ॥
বার্দ্ধকে হইলে মনে যৌবনের কথা ।
জানান না যায় পরে যে জনমে ব্যথা ॥
তেমন সুখের কাল আর কিবা হয় ।

তেমন মনের গতি তেমন আশয় ॥
তেমন উদার ভাব সরলতামাখা।
সোজাসোজি কাজ, নাহি দুই দিক রাখা ॥
তেমন প্রণয়বন্ধ উচ্চ মনোরথ।
তেমন প্রশস্ত চারি দিকে আশাপথ ॥
তেমন কল্পনাজাত ভাবি সুখ আশা।
সকলেতে সমভাব সবে ভাল বাসা ॥
বার্দ্ধকে হবার নয় এ জন্মের মত।
চলে যায় পড়ে থাকে দুঃখ শত শত ॥
যৌবনে বার্দ্ধকে দেখ বিপুল অন্তর।
উদয়াস্তগামী যথা দিবানিশাকর ॥
একের হতেছে বৃদ্ধি অপরের ক্ষয়।
ক্ষয়ের দশায় হয় সব বিপর্য্যয় ॥
খা(ও য়া শো(ও)য়া কোন কাজ মনে নাহি ধরে।
পরিজনগণে বুড়া জ্বালাতন করে ॥
কাহাকে বিশ্বাস নাই সকলেতে চটা।
দেখ গিয়া বুড়াটার বকুনির ঘটা ॥
শরীরে স্বচ্ছন্দ নাই অঙ্গ সদা জ্বলে।
মুখে এই শব্দ শুন বাঁচি আমি মলে ॥
উত্থান শকতি নাই বসে এক ঠাঁই।
রেতে দিনে ঘুম নাই সদা উঠে হাই ॥

দন্ত গিয়া শেষ হলো খাইবার সুখ।
বুড়ারে সকল দিকে বিধাতা বিমুখ॥
খাইলে কি হবে বল পেটে নাহি সয়।
বুড়া কালে বাড়ে বড় মরণের ভয়॥
পীড়া ভয়ে পেট ভরে আপনি না খায়।
অন্যে কিছু বেশি খেলে দেখে জ্বলে যায়॥
মরিবার যত দিন ঘনাইয়া আসে।
তত বুড়া টাকা কড়ি বড় ভাল বাসে॥
মরিব এ কথা মনে ক্ষণেক না হয়।
ভাবনা কেবল কিসে হইবে সঞ্চয়॥
পৃথিবীর যত ধন সব যদি জুটে।
তথাপি বুড়ার তাহে মন নাহি উঠে॥
শরীর স্ববশ নয় সদা অঙ্গ কাঁপে।
কফ কাশী আদি করে ঘেরে যত পাপে॥
মাংস লোল সব গায়ে কাল কাল দাগ।
ভোগের শকতি নাই ভোগে অনুরাগ॥
নয়নে সে কান্তি নাই নাই সে চাতুরী।
নাই সে প্রফুল্ল ভাব নাই সে মাধুরী॥
নাই সে মোহিনী দৃষ্টি নাই সে ভঙ্গিমা।
পোড়া কড়ি হেন যার হয়েছে কালিমা॥
দেখে দেখে বাহিরের পদার্থ সকল।
নয়ন হয়েছে বুঝি একান্ত বিকল॥

তাই কোথা কিবা আছে দেখিবার তরে।
প্রবেশিছে ধীরে ধীরে দেহের ভিতরে॥
কপোল যুগলে ছিল যে পূর্ণতা ভাব।
কাড়িয়া লয়েছে গণ্ড হয় অনুভাব॥
নতুবা কেমনে গণ্ড হয়ে উচ্চতর।
গগনে উঠিছে যেন জিনিয়া ভূধর॥
কপোল গিয়াছে বসে দেখ তার রূপ।
জিনেছে পশ্চিমদেশী বড় বড় কূপ॥
যে দশা ঘটেছে রগে কহিবার নয়।
মুঠাপুরা ধান রাখ অনায়াসে রয়॥
শরীর হয়েছে ক্রমে অস্থিমাত্র সার।
মাংস মজ্জা ধাতু সনে দেখা বড় ভার॥
হেরিলে দেহের ভাব এই হয় মনে।
বিধি শুধু হাড় দিয়া গড়েছে যতনে॥
শিরা ছল বেত দিয়া করেছে বন্ধন।
তাই খাড়া আছে নাহি হতেছে পতন॥
দাড়ি গোঁপ ভূরু উরু মস্তকের চুল।
পাকিয়া হয়েছে যেন ঠিক কেশে ফুল॥
মরিলে সাজায় শবে লোকে অনুরাগে।
বিধি সাজায়েছে যেন মরিবার আগে॥
শুনিলে করিনু যার এতেক বর্ণন।
তাহাতে সুখের আশা জাগ্রতে স্বপন॥

প্রৌঢ় কাল সাংসারিক সুখের আলয় ।
মনে হলে তার কথা ধৈরয না রয় ॥
মরি কিবা দম্পতীর প্রণয় বন্ধন ।
যে বুঝে মরম তার পরম রতন ॥
যৌবনে প্রেমের হয় অঙ্কুর উদয় ।
প্রৌঢ়ে প্রেম ফল ফুলে সুশোভিত হয় ॥
বহুদিন পরিচয়ে লজ্জা আবরণ ।
দূরে যায় দুজনার এক হয় মন ॥
এক ভাব এক রীতি এক ব্যবহার ।
একের বিরহে অন্যে দেখয়ে আঁধার ॥
স্নেহের অসার অংশ ক্রমে যায় চলে ।
প্রৌঢ়ে সারময় ফলে প্রেমতরু ফলে ॥
তনয় তনয়া স্নেহ তাহে রসায়ন ।
সোহাগা সংযোগে স্বর্ণ উজল বরণ ॥
লিখেছে যতেক সুখ বিধি নর ভালে ।
তাহার প্রকৃত স্বাদ হয় প্রৌঢ় কালে ॥
মনুষ্যত্ব করিবার এই মুখ্য কাল ।
এই কালে বহু অংশে ঘুচে ভ্রম জাল ॥
না থাকে চাপল্য দোষ যৌবনসুলভ ।
না থাকে তারুণ্য মদ অনর্থপ্রভব ॥
ইন্দ্রিয় তুরঙ্গগণে না থাকে উন্মাদ ।
মানস কুঞ্জরে কভু না ঘটে প্রমাদ ॥

সকলেরই শান্ত ভাব স্থির হয় মতি।
বরিষা কালের যথা নদী নদ গতি॥
প্রবল ঝড়ের পর সাগর যেমন।
বাদলার পর যথা প্রকৃতি বরণ॥
তেমনি প্রশান্ত ভাব প্রসন্ন আকার।
প্রৌঢ় কালে দূরে যায় যৌবনবিকার॥
বিবেক শকতি বাড়ে প্রৌঢ়ের সময়।
না বুঝিয়া কোন কাজ করা নাহি হয়॥
সকল দিকেতে দৃষ্টি ভাল কাজে মন।
এই কালে জগতের কল্যাণ সাধন॥
লালন পালন করা পরিজন গণে।
সদা ব্যস্ত থাকে মন অর্থ উপার্জ্জনে॥
এ সবে যে সুখ হয় সে আর প্রকার।
বালক যুবার তাহে নাহি অধিকার॥
সে সুখে বঞ্চিত হতে হয় বুড়া হলে।
স্মরিয়া সে সুখ বুড়া মনে মনে জ্বলে॥
এই সব দেখে শুনে হও সাবধান।
ভুলেও পাপেরে মনে নাহি দিও স্থান॥
স্মর সেই পরাৎপরে হয়ে একমনা।
ঘুচিবে সকল দুখ সকল যাতনা॥
পাপের প্রশ্রয়ে ফল হাতে হাতে পাবে।
ধন মান যশ আদি সব ছেড়ে যাবে॥

অধিক কি কব কথা বিধি হবে বাম।
বিফল হইবে জেন ধর্ম্ম অর্থ কাম॥
সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম
কর নিজ চরিত্র সংস্কার।
এই সার উপদেশ জয়ী হবে সর্ব্বদেশ
সুখী হবে প্রসাদে যাহার॥
নরে কৃপা করে বিধি দিয়াছে যতেক নিধি
চরিত্র সমান নিধি নাই।
আর সবে আছে মূল্য অমূল্য ইহার তুল্য
আর কিছু দেখিতে না পাই॥
বিদ্যা বুদ্ধি অর্থ বল কিবা রূপ গুণ বল
যদি হয় মন্দ আচরণ।
কাহার না শোভা রয় সমুদায় মিছা হয়
হয়ে উঠে অনর্থ কারণ॥
বিদ্বান দুর্জ্জন হলে সদা ফিরে নানা ছলে
কত খেলা খেলে কত ঠাঁই।
তার ধূর্ত্ত ব্যাভার দেখ কিবা চমৎকার
বুঝে উঠে কারো সাধ্য নাই॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি মানে কত শত মায়া জানে
পরশিরে ফেলে দোষভার।
আপনি পবিত্র হয়ে লোক কাছে যশ লয়ে
করে লয় স্বকার্য উদ্ধার॥

কুহক আবর্ত্তে তার পড়ে উঠা হয় ভার
সারা হতে হয় একেবারে।
অনেকে মজিয়া যায় শেষে করে হায় হায়
অসময়ে কি বা হতে পারে॥
এ বিদ্যায় কিবা ফল সুধাহ্রদে হলাহল
সাধুজন বঞ্চনা কারণ।
দেখিতে ধার্ম্মিকবর ফুল ঢাকা বিষধর
পরশিলে অমনি দংশন॥
বুদ্ধিমান্ হলে নষ্ট অনেকের বাড়ে কষ্ট
প্রতিবাসী বড় কষ্ট পায়।
প্রতিবাসী ধনিগণ যদি হয় দুরজন
কষ্টকথা বর্ণনে না যায়॥
যাহারে হেরিয়া রতি লাজে হয় মৌনবতী
যদি হেন রূপবতী হয়।
ঘটিলে চরিত্র দোষ বড় হয় আপসোস
তার রূপগৌরব না রয়॥
পাবে ফল বহুগুণে এই সব দেখে শুনে
যদি কর চরিত্র শোধন।
চরিত্র জঘন্য যার মনুষ্যত্ব নাহি তার
বিধি তারে করয়ে বঞ্চন॥
তার ইহ কাল যায় কোথা নাহি মান পায়
কেহ তারে না করে বিশ্বাস।

ঘুচে যায় আশাপথ উন্নতির মনোরথ
নাহি থাকে পরকাল আশ॥
করিতে চরিত্র পাকা চাই যে যে গুণ থাকা
বলি তাহে কর প্রণিধান।
সব কাজে শুভ বুদ্ধি কর আগে চিত্ত শুদ্ধি
সমুদায় শ্রেয়ের নিদান॥
দূরে পরিহর পাপ নাহি পাবে পরিতাপ
নাহি রবে অসুখের লেশ।
করিয়া একান্ত পণ ঈশ্বরেতে রাখ মন
সুখের হইবে একশেষ॥
যেথায় যখন থাক সদা তাঁকে মনে রাখ
যে সময়ে করিবে যে কাজ।
মন যেন এই জানে বিশ্ববিভু সেই খানে
সে সময়ে করিছে বিরাজ॥
তা হলে চরিত্র কাঁচা নাহি রবে হবে সাঁচা
নাহি রবে তিলমাত্র দোষ।
অধর্ম্মে না যাবে মন সদা সাধু আচরণ
জনমিবে অতুল সন্তোষ॥
চরিত্র রাখিতে শুচি যদি হয় অভিরুচি
যদি থাকে শুভ লাভ আশ।
মন বাক্, হৃদে ধর যতনেতে পরিহর
অসাধু জনের সহবাস॥

যেমন বিষম জ্বর হইয়া দারুণতর
ক্রমে ক্রমে দেহে করে নাশ।
মজ্জা মাংস পায় ক্ষয় শরীর দুর্ব্বল হয়
নাহি থাকে জীবনের আশ॥
তেমনি অসাধু সঙ্গ দেখহ তাহার রঙ্গ
চরিত্রেরে করে ফেলে খাক।
না থাকে তাহার বল শোভা যায় রসাতল
অবশেষে ঘটায় বিপাক॥
ইন্দ্রিয় তুরগগণে বশে রাখ সযতনে
মুখে দিয়া বিবেক লাগাম।
না হলে ইন্দ্রিয়জয় চরিত্র খণ্ডিত হয়
বিধাতা সতত হয় বাম॥
কাম ক্রোধ লোভ আদি এরা বড় প্রতিবাদী
চরিত্রের নাশের কারণ।
যদি কভু এই দল কোন রূপে পায় বল
ক্ষণেকে করয়ে উন্মূলন॥
অতএব সাবধান সদা হও যত্নমান
এরা যেন না হয় প্রবল।
ইহারা প্রবল হলে লক্ষ্মী ছেড়ে যাবে চলে
পুরুষার্থ হইবে বিফল॥
চরিত্র পবিত্র হলে পাপ কভু কোন ছলে
নাহি পায় প্রবেশের পথ।

সুখের না হয় শেষ না থাকে অসুখ লেশ
ফলে সদা সব মনোরথ ॥

স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণে নন্দির খেদ ও পাপির প্রতি উপদেশ।

স্বপ্ন বিবরণ করিয়া শ্রবণ
যে হলো নন্দির মন।
না যায় কহনে প্রলয়পবনে
সাগরবারি যেমন ॥
উথলি অপার শোকপারাবার
ভাঙ্গিল ধৈরয আলি।
করে হাহাকার কাঁদে বার বার
দুরদৈবে দিয়া গালি ॥
বদনমণ্ডল ছিল নিরমল
প্রফুল্ল পঙ্কজ প্রায়।
দুঃখের নীহারে অবিরল ধারে
করিল মলিন তায় ॥
হেমন আকার চিনা হলো ভার
বরণ অঙ্গার হেন।
দাববৈশ্বানরে দগ্ধ তরুবরে
বিরাজ করিছে যেন ॥

সব শূন্যাকার দেখিছে আঁধার
নয়নে বহিছে নীর।
আপনার ঘরে যাইবার তরে
হইল বড় অধীর॥
যেতে চায় বলে চরণ না চলে
স্তম্ভ হেন হলো ভারী।
পূর্ণিমার নিশা হারাইল দিশা
না পায় পথ নিহারি॥
আকুল হইল ভাবিতে লাগিল
এই বলে বার বার।
অরে মূঢ় নর পাপ ঘোরতর
কতেক করিবে আর॥
আপনি মজিবে পরে মজাইবে
সোজা হবে বল করে।
কি কহিব হায় তোমার জ্বালায়
জ্বলিছে সুজন সবে॥
নাহি হয় ডর যমের কিঙ্কর
আসিয়া ধরিবে কেশে।
জোরে লয়ে যাবে নরকে পচাবে
চেয়ে রবে দীন বেশে॥
পাপ কাজ করে সংসার ভিতরে
বল কেবা হয় সুখী।

পাপ পরিণাম দুঃখ অবিরাম
পাপী যত দেখ দুখী ॥
কি কহিব বল হইয়া পাগল
ক্ষণিক সুখের তরে।
অমূল্য রতন চিন্তামণি ধন
বেচিছ কাচের দরে ॥
লোকে করে পাপ পাবে মনস্তাপ
না হবে সুখিত মন।
এ ভেবে কখন নিত্য নিরঞ্জন
করে না পাপ সৃজন ॥
যিনি দয়াময় তাঁহার কি হয়
এমন নিঠুর মতি।
জগতে সবারে সুখী করিবারে
তাঁহার যতন অতি ॥
সেই সর্ব্বপাতা বিশ্বের বিধাতা
মঙ্গল উদ্দেশ করি।
পাপে সৃজিয়াছে মানবে দিয়াছে
সুমতি মঙ্গলকরী ॥
না বুঝে পামর অতি মূঢ় নর
পাপ পুণ্য কর্ম্মাফল।
একে করে আর না করে বিচার।
অমৃতে তুলে গরল ॥

পাপ আছে তাই   না বুঝে সবাই
পুণ্যের গৌরব আছে।
না থাকিলে পাপ   কে পাইয়া তাপ
যাইত পুণ্যের কাছে॥
সদ্‌গুণ সকল   হইত বিফল
যদি না থাকিত পাপ।
কে হেরিয়া দোষ   করিত বা রোষ
পাইত মনের তাপ॥
জগত মঙ্গল   ভাবিয়া কেবল
সকল গুণের নিধি।
অতি সুশোভন   পুণ্যের কানন
সাজায়ে রেখেছে বিধি॥
দেখিতে ভীষণ   মলিন বরণ
পাপ দৈত্য তাকে ঘেরি।
এই কথা বলে   অতি কুতূহলে
বাজাইছে লয়ে ভেরি॥
এই যে কানন   দেখিছে নয়ন
হেথা নাহি সুখ লেশ।
বিফল বর্ণনা   যমের যাতনা
করিতে হেথা প্রবেশ॥
পথ কাটা গাছে   কাঁটা হয়ে আছে
সহজে না পায় কেহ।

প্রবেশের কালে কন্টকের জালে
ছিন্ন ভিন্ন হয় দেহ॥
সুখের অগার স্ব ইচ্ছা বিহার
হেথা নাই তার নাম।
ইন্দ্রিয় দুয়ার না মুদিলে আর
না পূরে মনের কাম॥
এস মোর সনে অপূর্ব্ব ভবনে
কেমন সাজান আছে।
ইন্দ্রের ভবন বৈকুণ্ঠ সদন
লাগে কি তাহার কাছে॥
সুখ বিনা তথা আর নাহি কথা
দুখ সনে দেখা নাই।
নাই কোন বাধা নাই কোন ধাঁধা
যাহা ইচ্ছা কর তাই॥
ইন্দ্রিয় ঘোটক না কর আটক
মুখেতে লাগাম দিয়া।
ছেড়ে দাও তায় যেথা ইচ্ছা যায়
সুখী হোক বিচরিয়া॥
আমারে বঞ্চন কর না কখন
ভাল খাও ভাল পর।
সুখেক্ষ শয়নে যুবতীর সনে
সুখেতে রজনী হর॥

আপন অপরে বিবেচনা করে
বল বুদ্ধি নাহি যার।
কিবা পরনারী কিম্বা আপনারি
যে পারে ভুঞ্জিতে তার॥
পাপ দিতিসুত একপ অদ্ভুত
কহিয়া নানা বচন।
বহু বুঝাইয়া লোভ দেখাইয়া
ভুলায় লোকের মন॥
যাতে নাই সার শুধু নরাকার
সেই সে কুহকে ভুলে।
আশু লাভ করে কিছু দিন পরে
হারা হয় লাভে মূলে॥
যারা অতি ধীর স্বভাব গভীর
না শুনে তাহার কথা।
পাপ দৈত্য সনে যুঝি ঘোর রণে
প্রবেশে কানন যথা॥
যে করে দাপিয়া পরাণ সপিয়া
অরাতিকুলের ক্ষয়।
সে বুঝিতে পারে পাপের সংহারে
কেমন সুখ উদয়॥
পাপে করি জয় যত লাভ হয়
না হয় গুণনা তায়।

কামাদি বিকার লয়ে পরিবার
কোথা পলাইয়া যায়॥
মুখ হাসি হাসি ভাগ্যলক্ষ্মী আসি
তারে আলিঙ্গন করে।
সর্ব্বসুখধাম ধর্ম্ম অর্থ কাম
বাঁধা থাকে তার ঘরে॥
অবোধ মানবে এ বুঝিবে কবে
ভাবিয়া কিছু না পাই।
ভাল মন্দ বুঝে নাহি লয় খুজে
এ দেখি বড় বালাই॥
এমন পাগল কেবা আছে বল
আপনা আপনি মজে।
পাপাগ্নি জ্বালিয়া পতঙ্গ হইয়া
তাহাতে জীবন ত্যজে॥

বল অরে মূঢ় নর আর কত কাল।
স্বার্থের হইয়া দাস ঘটাবে জঞ্জাল॥
নিজের মঙ্গল কিবা পরের মঙ্গল।
না বুঝিবে, ঘোর পাপে ভাসিবে কেবল॥
স্বার্থে অন্ধ হলে নর কি কহিব হায়।
ভাল মন্দ হিতাহিত দেখিতে না পায়॥
স্বার্থ! তব পদে করি কোটি নমস্কার।
কে বর্ণিতে পারে তব মহিমা অপার॥

কি দিয়া তোমারে পূজি তাই ভাবি মনে।
কি দিয়া তোমারে তুষি না দেখি সে ধনে ॥
যে পুষ্প চন্দনে পূজে অন্য দেবগণে।
সে নহে তোমার যোগ্য হেন লয় মনে ॥
মানুষের কথা থাক পশু পক্ষী কে বা।
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বহ্নি ব্রহ্মা আদি যে বা ॥
যতেক দেবতা আছে পড়ে তব পদে।
তোমার মহিমা আমি হেরি পদে পদে ॥
তুমি কি মোহিনী জান বুঝিতে না পারি।
মোহ মদে মত্ত সদা যত নর নারী ॥
তোমা ছাড়া নাই কেহ ত্রিজগত মাঝে।
সবাই তোমার দাস যা কর তা সাজে ॥
রাশিচক্রসম সবে করিছে ভ্রমণ।
পাপ পুণ্যে রত দেখ যে জন যেমন ॥
যে করিল চিরকাল লালন পালন।
যাহা হইতে হলো এই ক্ষিতি দরশন ॥
পাইল কতই কষ্ট কতই লাঞ্ছনা।
শীত গ্রীষ্ম কিছু নাহি করিল গণনা ॥
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে হয়ে কৃতাঞ্জলি।
লেখা পড়া শিখাইল আপনার বলি ॥
মনে আশা ছিল পুত্র সুপুত্র হইয়া।
[illegible]

সে পুত্র ত্যজিল আজি সেই বাপ মায়।
শোকেতে আছয়ে তারা পড়িয়া ধরায়॥
নয়নে বহিছে ধারা দেখ অনিবার।
বল বুদ্ধি গতি শক্তি কিছু নাহি আর॥
এ সব দারুণ কাণ্ড বল কে ঘটায়।
সকল হতেছে স্বার্থ! তোমারি মায়ায়॥
নিজ দার ত্যজি দেখ পরদারে রতি।
পরগৃহ পরভুমি পরধনে মতি॥
আরো আছে কত পাপ নাহি তার সীমা!
এ সব কেবল স্বার্থ! তোমার মহিমা॥
অথবা তোমারে স্বার্থ! করি মিছা রোষ।
না দেখি তোমার গুণ নাহি দেখি দোষ॥
যে যেমন ভাবে করে তব আরাধন।
তেমনি তাহার হয় মনোমত ধন॥
যে তোমাকে বশে রেখে ঠিক পথে চলে।
তারে কল্পতরু হয়ে ফল নানা ফলে॥
যে বিপথগামী হয় হয়ে তব দাস।
তাহার আলয় হয় পাপের আবাস॥
তব উত্তেজনা বিনা বল কোন জন।
জগত উন্নতি হেতু করিত যতন॥
তোমার দংশনে দেখ হয়ে অচেতন।
[illegible]

অনন্ত অগাধ সিন্ধু উদাত্ত আকার।
হাঙ্গর কুম্ভীর আদি যার পরিবার॥
যে সাগর মাঝে গেলে বুদ্ধি লোপ পায়।
কোন দিকে কোন কিছু দেখা নাহি যায়॥
আগে জল পাছে জল আসে পাশে জল।
যে দিকে ফিরাবে আঁখি না হেরিবে স্থল॥
প্রকাণ্ড জলের রাশি মেঘের বরণ।
চৌদিকে কেবল হয় ধূম দরশন॥
জল হতে উঠে রবি জলে অস্ত হয়।
হেরিলে উদয় কাল হেন মনে লয়॥
জল বিনা অন্য সৃষ্টি নাই বিধাতার।
মনে হয় হেরে এই জলের আকার॥
এ হেন সাগরে বল কে ভাসাত তরি।
স্বার্থ! তুমি না টানিতে যদি শিরে ধরি॥
ধন আশে কত লোক লঙ্ঘিছে অচল।
বাঘে বৃকে নাহি ভয় করে এক পল॥
উঠিতে না পারে তবু করে প্রাণ পণ।
করিছে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে কষ্টে আরোহণ॥
এমনি নিবিড় বন যাহে যা(ও)য়া ভার।
চোখের নিমিষে দেখ করিছে সংহার॥
কোথাও কাটিয়া শৈল করিছে সোপান।
কোথাও বা করিয়াছে [illegible] বিস্তার॥

এমনি তোমার স্বার্থ ! মাদকতা গুণ ।
হরে বোধ জলে জল আগুনে আগুন ॥
শ্রম ভয় দূরে যায় আনন্দ উদয় ।
যতই তোমার চিন্তা পরশে হৃদয় ॥
সিদ্ধ সাধ্য যক্ষ রক্ষ অমর কিন্নর ।
আরোহি বিমানে তারা ভ্রমিত অম্বর ॥
আছিল শকতি দৈব তাঁরা সেই বলে ।
যথা ইচ্ছা বিহরিত কেলি কুতূহলে ॥
করে বিহঙ্গমগণ গগন বিহার ।
দুই পাশে দুটী পাখা সহায় তাহার ॥
গগন মণ্ডলে সদা যাতায়াত করে ।
তাই তারা বিহঙ্গম এই নাম ধরে ॥
নরের বিমান নাই নাই দৈববল ।
পাখা নাই চলিবারে চরণ কেবল ॥
সে নর উঠিছে দেখ আকাশ মণ্ডলে ।
এ মধুর ফল বল ফলে কার বলে ॥
স্বার্থ ! তোমা হতে হয় অশেষ কল্যাণ ।
কিন্তু পাপি হাতে পড়ে হও অপমান ॥
পাপিগণ কত কাজ হয়ে তব দাস ।
ইহ পর লোক দোঁহে করিবে বিনাশ ॥
বিশ্বেশ্বর ঈশ্বরে সঁপি মন প্রাণ মন ।
[illegible]

যে আনন্দ সুখ হয় তাহাতে বাসনা।
পাপির না কভু হয় বড় বিড়ম্বনা॥
পাপির চরিত্র কথা কি কহিব হায়।
স্মরিলে তাহার কাণ্ড বুক ফেটে যায়॥
কহিতে কহিতে ঘোর শোক উপজিল।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ঘন বহিতে লাগিল॥
কে যেন হরিয়া নিল নন্দির বচন।
বদনে হইল স্পষ্ট শোকের লক্ষণ॥
কাঁপিতে লাগিল ওষ্ঠ নয়ন যুগল।
ঝর ঝর অশ্রুজল ক্ষরিল কেবল॥
কপোল বহিয়া বক্ষ ভাসিয়া উঠিল।
ধারাবাহী গিরি হেন শোভিতে লাগিল॥

এইরূপ নানা ছাঁদে　নন্দী বিনাইয়া কাঁদে
কি কহিব কহিতে বিস্তর।
তরু লতা কুঞ্জবন　জীব জন্তু অগণন
তার দুখে হইল কাতর॥
অমল কোমল লতা　পেয়ে বড় মনে ব্যথা
হিমধারা অশ্রু বরষিল।
নানা বিহঙ্গমদল　করিয়া রবের ছল
উচ্চ স্বরে কাঁদিয়া উঠিল॥
দেখে শুনে শশধর　ক্ষণ নহে স্থিরতর
ধূষর [illegible] হলো শোকে।

সহ্য নাহি হয় বলে অস্ত যাইবার ছলে
দেশ ছাড়ি গেল অন্য লোকে॥
যামিনী কামিনী প্রায় মুখ দেখা হলো দায়
তথা হতে করিল প্রস্থান।
পাপি জনে কোপ করে লোহিত বরণ ধরে
রবি শুধু হলো আগুয়ান॥

উপসংহার।

নন্দির বিলাপ শুনি দেব কৃত্তিবাস।
হইল কাতর অতি ছাড়িল নিশ্বাস॥
জ্বলিয়া উঠিল আরো মনের আগুন।
অনলে আহুতি হেন বাড়িল দ্বিগুণ॥
নন্দিরে কহিছে ধীরে করে সম্বোধন।
মিছামিছি কেন বাছা করিছ রোদন॥
ইথে কিবা ফল হবে কহ বিবরিয়া।
যদি কোন পথ থাকে দেখ অন্বেষিয়া॥
রোদনে বুদ্ধির বাছা নাহি থাকে বল।
স্ত্রীলোকে রোদন করে হারায় সকল॥
স্ত্রীলোকের মত কাজ পুরুষের নয়।
কর সেই কাজ যাতে সব দিক রয়॥
পাপ কাজ পাপ কথা পাপ সম্ভাষণ।
পাপ রতি পাপ মতি পাপ আলাপন॥

এ সবে লোকের মন যাহাতে না যায়।
যতনে করহ নন্দী! তাহার উপায়॥
পাপের বেড়েছে গর্ব্ব দেখি যে প্রকার।
না হইলে খর্ব্ব হেথা টেকা আর ভার॥
হেথা আর সুখ নাই জ্বলিছে হৃদয়।
এখানে থাকিতে আর মন নাহি লয়॥
বড় সুখে ছিনু বাছা বারাণসী পুরে।
সে সুখ স্বপন হলো গেল সব দূরে॥
অতুল ঐশ্বর্য্য সুখ ভুলিব কেমনে।
উথলয়ে শোকসিন্ধু যবে হয় মনে॥
যার প্রেমে ত্যজে আমি কৈলাসের মায়া।
এখানে করেছি বাস লয়ে পুত্র জায়া॥
করিয়া তারক মন্ত্র মৃত্যুকালে দান।
বাড়ায়েছি যে পুরীর এতেক সম্মান॥
সেই বারাণসী পুরী হবে ছার খার।
এই কথা বিশ্বনাথ বলে বার বার॥
এত কহি কৃত্তিবাস ছাড়িলা নিশ্বাস।
উঠি গেলা ধীরে ধীরে গৌরীর আবাস॥

সম্পূর্ণ।